চিত্রে শ্রীকৃষ্ণ

[ব্রজলীলা]

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সঙ্কলিত।

প্রকাশক—

ভারত-চিত্র-মন্দির

১৪২ নং গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড,

পোঃ শিবপুর (হাওড়া)

বৈশাখ ১৩২৯

মূল্য চারি টাকা।

প্রকাশক—
শ্রীযোগীন প্রসাদ
ভারত-চিত্র-মন্দির
১৪২ নং গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, হাওড়া।

প্রিণ্টার—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দাস
লক্ষ্মীবিলাস প্রেস
৮৪ নং জগন্নাথ দত্তের লেন,
কলিকাতা।

ভূমিকা

'চিত্রে শ্রীকৃষ্ণে'র প্রকাশক এই গ্রন্থে প্রকাশিত ৪১ খানি কৃষ্ণলীলার চিত্র লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হন। আমি তাঁহার অনুরোধ শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা অনুসারে চিত্রগুলির পরিচয় লিখিয়া দিয়াছি। কয়েকখানি চিত্র ভাগবতের অনুযায়ী না হইলেও চিত্রের বর্ণনায় আমি ভাগবতেরই অনুসরণ করিয়াছি।

পুরাণের এইরূপ আলোচনা করিবার ইচ্ছা আমার অনেক দিন হইতেই ছিল। এবারেও আলোচনা করিবার তেমন সুযোগ ঘটিল না। হিন্দুর পুরাণাদি লইয়া আলোচনা করিবার অনেক দিক্ আছে; কিন্তু এই ভূমিকা চিত্র-পরিচয়ের ভূমিকা। শ্রীমদ্ভাগবতের এইরূপ আগাগোড়া চিত্রে পরিচয়ের উদ্যমও এই নূতন। পুরাণ মাত্রেই যদি এইরূপে চিত্র ও পরিচয়ের মধ্য দিয়া আত্ম-পরিচয় দিতে আরম্ভ করে, তাহাতে ভাবুক ও ভক্তেরই শুধু লাভ নয়; যাঁহারা পুরাণের আত্মপরিচয় ভালবাসেন, তাঁহাদের লাভও ইহাতে বড় কম নহে। যথাযথ পৌরাণিক চিত্র অঙ্কনও সহজসাধ্য নহে। পৌরাণিক পরিকল্পনার সঙ্গে চিত্রের ভাবানুকরণ বর্ত্তমান গ্রন্থে সর্ব্বথা সংরক্ষিত হয় নাই। হইলেই খুব ভাল হইত, না হওয়ায় দোষ আছে। চিত্রগুলিও যে একবারে দোষ-বর্জ্জিত, তাহা নহে; কিন্তু দোষ বর্জ্জন করিলে ইহার প্রশংসা করিবারও অনেক আছে। ভবিষ্যতে দোষবর্জ্জিত হইলে চিত্রের ও সাহিত্যের স্থায়ী উপকার হইতে পারে।

ব্রজলীলা আগাগোড়া চিত্রে অঙ্কিত করিয়া তুলিবার উদ্যম প্রশংসনীয়। চিত্র-শিল্পের কৃতিত্বের দিঙ্-নির্ণয় দর্শকের দর্শন-শক্তির উপরও নির্ভর করে, শিল্পীর উপরও নির্ভর করে। চিত্রবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে ভাবোৎকর্ষের সম্বন্ধ যতই নিকট হইবে, ততই চিত্রের সাফল্যে দর্শকের চিত্তরঞ্জনীবৃত্তির পুষ্টিসাধন হইবে। এইরূপে চিত্র ও সাহিত্য একসঙ্গে পরিপুষ্ট হইতে পারিবে। ইতি—

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

উপহার

চিত্র সূচী

চিত্রে শ্রীকৃষ্ণ

[ব্রজলীলা]

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সঙ্কলিত।

প্রকাশক—

ভারত-চিত্র-মন্দির

১৪২ নং গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড,

পোঃ শিবপুর (হাওড়া)

বৈশাখ ১৩২৯

মূল্য চারি টাকা।

প্রকাশক—
শ্রীযোগীন প্রসাদ
ভারত-চিত্র-মন্দির
১৪২ নং গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, হাওড়া।

প্রিণ্টার—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দাস
লক্ষ্মীবিলাস প্রেস
৯৪ নং জগন্নাথ দত্তের লেন,
কলিকাতা।

ভূমিকা

'চিত্রে শ্রীকৃষ্ণে'র প্রকাশক এই গ্রন্থে প্রকাশিত ৪১ খানি কৃষ্ণলীলার চিত্র লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হন। আমি তাঁহার অনুরোধ শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা অনুসারে চিত্রগুলির পরিচয় লিখিয়া দিয়াছি। কয়েকখানি চিত্র ভাগবতের অনুযায়ী না হইলেও চিত্রের বর্ণনায় আমি ভাগবতেরই অনুসরণ করিয়াছি।

পুরাণের এইরূপ আলোচনা করিবার ইচ্ছা আমার অনেক দিন হইতেই ছিল। এবারেও আলোচনা করিবার তেমন সুযোগ ঘটিল না। হিন্দুর পুরাণাদি লইয়া আলোচনা করিবার অনেক দিক্ আছে; কিন্তু এই ভূমিকা চিত্র-পরিচয়ের ভূমিকা। শ্রীমদ্ভাগবতের এইরূপ আগাগোড়া চিত্রে পরিচয়ের উদ্যমও এই নূতন। পুরাণ মাত্রেই যদি এইরূপে চিত্র ও পরিচয়ের মধ্য দিয়া আত্ম-পরিচয় দিতে আরম্ভ করে, তাহাতে ভাবুক ও ভক্তেরই শুধু লাভ নয়; যাঁহারা পুরাণের আত্মপরিচয় ভালবাসেন, তাঁহাদের লাভও ইহাতে বড় কম নহে। যথাযথ পৌরাণিক চিত্র অঙ্কনও সহজসাধ্য নহে। পৌরাণিক পরিকল্পনার সঙ্গে চিত্রের ভাবানুকরণ বর্ত্তমান গ্রন্থে সর্ব্বথা সংরক্ষিত হয় নাই। হইলেই খুব ভাল হইত, না হওয়ায় দোষ আছে। চিত্রগুলিও যে একবারে দোষ-বর্জ্জিত, তাহা নহে; কিন্তু দোষ বর্জ্জন করিলে ইহার প্রশংসা করিবারও অনেক আছে। ভবিষ্যতে দোষবর্জ্জিত হইলে চিত্রের ও সাহিত্যের স্থায়ী উপকার হইতে পারে।

ব্রজলীলা আগাগোড়া চিত্রে অঙ্কিত করিয়া তুলিবার উদ্যম প্রশংসনীয়। চিত্র-শিল্পের কৃতিত্বের দিঙ্-নির্ণয় দর্শকের দর্শন-শক্তির উপরও নির্ভর করে, শিল্পীর উপরও নির্ভর করে। চিত্রবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে ভাবোৎকর্ষের সম্বন্ধ যতই নিকট হইবে, ততই চিত্রের সাফল্যে দর্শকের চিত্তরঞ্জনীবৃত্তির পুষ্টিসাধন হইবে। এইরূপে চিত্র ও সাহিত্য একসঙ্গে পরিপুষ্ট হইতে পারিবে। ইতি—

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

উপহার

চিত্র সূচী

অনন্ত শয্যা

অনন্ত শয্যা।

রাজা পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন করিয়াছেন এবং শুকদেব গোস্বামী তাঁহাকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কাহিনী শুনাইতেছেন। পরীক্ষিৎ বলিলেন,—মহর্ষে! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়া যে সকল অদ্ভুত কাজ করিয়াছিলেন, সেই সকল কথা আপনি দয়া করিয়া আমাকে বলুন। শুকদেব রাজার কথা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট কৃষ্ণলীলা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—হে রাজর্ষে! কংস প্রভৃতি বল-গর্ব্বিত রাজগণ সিংহাসনে আরোহণ করিলে, সেই রাজবেশধারী অসুর-গণের অসংখ্য সৈন্য পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িল। দিন দিন তাহারা এতই প্রবল হইতে লাগিল যে, পৃথিবী তাহাদের ভার সহিতে না পারিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে ব্রহ্মার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহার দুঃখ-কাহিনী শুনিয়া, দেবগণের সহিত তাঁহাকে লইয়া, ক্ষীরোদ-সাগরের তীরে গেলেন এবং অনন্তশয্যায় শয়ান ভগবান্ নারায়ণকে পুরুষসূক্ত-মন্ত্রে আরাধনা করিতে লাগিলেন। পরম-পুরুষ ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাদের আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—হে দেবগণ! তোমরা আসিবার পূর্ব্বেই আমি পৃথিবীর দুঃখের কথা জানিয়াছি। অচিরেই আমি বসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, নিজ কালশক্তি দ্বারা পৃথিবীর ভার হরণ করিব। তাহার পূর্ব্বে তোমরা সকলে নিজ নিজ অংশে যদুকুলে গিয়া জন্মগ্রহণ কর এবং সুরকামিনীগণও পৃথিবীতে গমন করুন। আমার অংশে সহস্রবদন অনন্তদেব আগেই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন এবং যাঁহার প্রভাবে জগৎ-সংসার মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে, আমার সেই ভগবতী মায়াও অংশরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন।

দেবগণ, ক্ষীরোদ-সাগরের তীরে ব্রহ্মার মুখে নারায়ণের এইরূপ আকাশ-বাণীর কথা শুনিয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। ব্রহ্মাও পৃথিবীকে আশ্বস্ত করিয়া নিজ ধামে প্রস্থান করিলেন।



অনন্ত-শয্যা।

দৈববাণী

দৈববাণী।

মথুরানগরী পূর্ব্বকালে যদুবংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল। শূরসেন নামে যদুগণের এক অধিপতি প্রথমে এখানে থাকিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সেই হইতে পরবর্ত্তী যদুবংশীয় সকল রাজগণই ইহাকে রাজধানীরূপে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

যদুবংশীয় বসুদেব, সেই মথুরায় দেবকের কন্যা দৈবকীকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর নবপরিণীতা স্ত্রীর সহিত রথে আরোহণ করিয়া, তিনি গৃহে আসিতেছেন। দেবকীর ভাই কংস, ভগিনীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নিজেই সেই রথের সারথি হইলেন। তাঁহার সহিত এক শত সোনার রথ চলিল। দেবক তাঁহার কন্যাকে সোনার মালায় ভূষিত চারি শত হাতী, পনের শ' ঘোড়া, আঠার শ' রথ এবং নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত দুই শ' দাসী যৌতুক দিলেন। তাঁহাদের সহিত অনেক লোক তূর্য্য, শঙ্খ, দুন্দুভি ও মৃদঙ্গ বাজাইয়া চলিল।

এইরূপে আনন্দ করিতে করিতে তাঁহারা চলিয়াছেন, এমন সময় কংসকে সম্বোধন করিয়া আকাশ হইতে দেবতারা বলিলেন,—ওরে মূর্খ কংস! তুমি এত আনন্দ করিয়া যাহাকে লইয়া যাইতেছ, তাহার অষ্টম গর্ভে যে সন্তান জন্মিবে, সে তোমাকে বিনাশ করিবে।



দৈব বাণী।

প্রতিকার

প্রতিকার।

কংস এইরূপ দৈববাণী শুনিয়াই বাম হাত দিয়া ভগিনীর চুল ধরিল এবং ডান হাতে খড়্গ লইয়া তাহাকে কাটিতে উদ্যত হইল।

বসুদেব ত এই সব দেখিয়া শুনিয়া একেবারে অবাক্। তাঁহার সাম্‌নেই একটা স্ত্রীহত্যা হইবে, ইহা কি তাঁহার মত ধার্ম্মিক লোকে চুপ করিয়া বসিয়া দেখিতে পারেন? তাই তিনি কংসকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলেন,—হে সৌম্য! বড় বড় বীরেরা আপনার গুণের কথা উল্লেখ করিয়া গৌরব বোধ করেন। ভোজবংশের যশ আপনা হইতে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছে। আপনি এইরূপ একজন মহৎ লোক হইয়া, বিবাহের উৎসবের সময় আপন ভগিনীকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন? হে বীর! আপনি ভাবিয়া দেখুন, এই জগতে মানুষের জন্মের সহিতই মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। আজই হউক বা এক শ' বছর পরেই হউক, মৃত্যু তাহার নিশ্চিত। দেহের বিনাশ হইলে আত্মা একমাত্র কর্ম্মের বশীভূত হইয়া অবশভাবে অপর দেহ লাভ করিয়া থাকে। অতএব যাঁহারা নিজের মঙ্গল কামনা করেন, অপরের কোনওরূপ হিংসা করা তাঁহাদের উচিত নয়। আপনার কন্যার সমান এই ছোট ভগিনী; ইহাকে হত্যা করা কোন মতেই আপনার উচিত হইবে না।

বসুদেব, কংসকে এইরূপ আরও অনেক সদুপদেশ দিলেন। কিন্তু তাহাতে কিছুই ফল হইল না দেখিয়া, তিনি নিরুপায় হইয়া দুঃখিতচিত্তে কংসকে বলিলেন,—হে সৌম্য! আপনি যেরূপ আকাশ-বাণী শুনিলেন, আপনার এই ভগিনী হইতে সেরূপ কোন ভয়ের কারণ নাই। আমি আপনার নিকট প্রতিশ্রুত হইতেছি, ইহার এক একটি পুত্র হওয়া মাত্রই আমি আপনার নিকট আনিয়া দিব।

কংস এই কথা শুনিয়া ভগিনীবধ হইতে নিবৃত্ত হইল এবং বসুদেবও তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া সস্ত্রীক নিজগৃহে গমন করিলেন।



প্রতীকারের চেষ্টা।

কারাগারে

অনন্তর যথাসময়ে কীর্ত্তিমান্ নামে বসুদেবের প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল এবং জন্মিবামাত্রই শিশুটীকে লইয়া অতিকষ্টে তিনি কংসের নিকট উপস্থিত হইলেন। নবজাত শিশুকে হত্যা করিবার জন্য তিনি শত্রুর হাতে তুলিয়া দিতে উদ্যত; ইহাতে তাঁহার যে কতখানি কষ্ট হইতে লাগিল, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু উপায় কি? যাঁহারা সত্যবাদী, তাঁহারা সত্যের জন্য সকল কষ্টই সহ্য করিতে পারেন। ভগবান্‌কেই যাঁহারা একমাত্র সত্য বলিয়া জানেন, তাঁহারা জগতের সমস্ত জিনিসই ত্যাগ করিতে পারেন। পক্ষান্তরে যাহাদের স্বভাব অতিশয় কদর্য্য, তাহারা কোনরূপ নিন্দিত কাজ করিতেই পশ্চাৎপদ হয় না।

বসুদেব, শিশুটীকে লইয়া কংসের নিকট উপস্থিত হইলে, কংস তাঁহার সত্যপ্রিয়তা দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বলিলেন,—দেবতারা বলিয়াছেন, আপনার অষ্টম পুত্র হইতেই আমার মৃত্যু হইবে, সুতরাং এই শিশু হইতে আমার কোনই ভয়ের কারণ নাই; আপনি ইহাকে লইয়া যান। বসুদেব "তথাস্তু" বলিয়া, শিশুটিকে লইয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু মনে মনে তিনি কংসের কথায় বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কেন না, তিনি জানিতেন, কংস অতিশয় অসৎ লোক।

অনন্তর নারদ ঋষি একদিন আসিয়া কংসের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি গোপনে কংসকে বলিয়া গেলেন,—নন্দ প্রভৃতি ব্রজবাসী গোপগণ, বৃষ্ণিবংশীয় বসুদেব প্রভৃতি এবং ইঁহাদের জ্ঞাতি, বন্ধু, সুহৃৎ এবং স্ত্রীগণ সকলেই দেব-অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এমন কি, যে সকল লোক তোমার আনুগত্য করে, তাহাদিগকেও তুমি দেবতা বলিয়া জানিও। তিনি আরও বলিলেন,—পৃথিবীর ভারস্বরূপ অসুরগণকে সংহার করিবার জন্য এক প্রবল আয়োজনের চেষ্টা হইতেছে।

নারদের মুখে এই কথা শুনিয়া এবং দেবকীর গর্ভে বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাকে সংহার করিবেন, ইহা জানিতে পারিয়া, কংস প্রথমেই বসুদেব ও দেবকীকে বন্দী করিয়া কারাগারে রাখিল এবং তাঁহাদের এক একটী করিয়া পুত্র জন্মিবামাত্র তাহাদিগকে হত্যা করিতে লাগিল। অন্য দিকে যদু, ভোজ ও অন্ধকগণের অধিপতি পিতা উগ্রসেনকে বন্দী করিয়া, কংস একাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিল।



কারাগারে দেবকী ও বসুদেব।

কারাগারে দেবগণের স্তুতি

কারাগারে দেবগণের স্তুতি।

প্রলম্ব, বক, চানূর, তৃণাবর্ত্ত প্রভৃতি অসুররাজগণের সহিত একত্র হইয়া মগধবাসিগণের সাহায্যে দুরাত্মা কংস যদুবংশীয়গণের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। তাঁহারা কংসের উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয়া কুরু, পাঞ্চাল, কেকয় ও বিদর্ভ প্রভৃতি দেশে পলাইয়া গেলেন। কেহ কেহ বা কংসের আনুগত্য স্বীকার করিয়া, তাহারই অধীনে বাস করিতে লাগলেন।

এ দিকে ক্রমে ক্রমে কংস দেবকীর ছয় পুত্র হত্যা করিল। অনন্তর তাঁহার সপ্তম গর্ভে বিষ্ণুর অংশরূপে অনন্তদেব আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন বিশ্বাত্মা ভগবান্ বিষ্ণু, যোগমায়াকে ডাকিয়া বলিলেন,—দেবি! বসুদেবের পত্নী রোহিণী, গোকুলে নন্দের গৃহে বাস করিতেছেন। আপনি সেখানে গিয়া, দেবকীর গর্ভ হইতে আমার অংশ অনন্তদেবকে আকর্ষণ করিয়া, রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করুন। পরে আমি পূর্ণরূপে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিব এবং আপনিও যশোদার গর্ভে উৎপন্ন হইবেন। বিষ্ণুর আদেশে যোগমায়া দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ করিয়া, রোহিণীতে স্থাপন করিলেন। পুরবাসিগণ দেবকীর গর্ভ নষ্ট হইল দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু পূর্ণরূপে বসুদেবের মনে আবির্ভূত হইলেন এবং বসুদেবও সেই পরম-পুরুষের শ্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বদিক্ যেমন নয়নানন্দকর চন্দ্রকে ধারণ করে, দেবকীও তেমনই বৈধ বেদদীক্ষা অনুসারে বসুদেবের প্রদত্ত নিখিলাত্মা সেই পরমপুরুষকে নিজের মনে ধারণ করিলেন। সমস্ত জগৎ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, সেই জগন্নিবাস বিষ্ণুর আশ্রয়স্থান হইয়াও দেবকী সকলকে আনন্দিত করিতে পারিলেন না। কেন না, কোনও পাত্রের মধ্যে অগ্নি এবং পরকে শিখাইতে অনিচ্ছুক পণ্ডিতের মধ্যে যেমন বিদ্যা লুকাইয়া থাকে, তিনিও সেইরূপ তখন কংসের গৃহে আবদ্ধ ছিলেন। কংস তাঁহার সেই অপূর্ব্ব শ্রী দেখিয়া মনে মনে স্থির করিল যে, এই গর্ভেই আমার শত্রু বিষ্ণু আসিয়াছে। কেন না, দেবকীর এমন সৌন্দর্য্য আর কখনও দেখা যায় নাই। এই বলিয়া সে বিষ্ণুর জন্মের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল এবং সকল সময় তাঁহার চিন্তা করিতে করিতে এই জগৎ কেবল বিষ্ণুময় দেখিতে লাগিল।

এ দিকে নারদ প্রভৃতি মুনিগণ এবং সমস্ত দেবতাদিগকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মা ও মহাদেব আসিয়া গর্ভস্থিত বিষ্ণুকে নানাবিধ স্তব-স্তুতি করিলেন এবং যাইবার সময় দেবকীকে বলিয়া গেলেন,—মা! কংস হইতে তোমার কোনই ভয়ের কারণ নাই; তাহার মৃত্যুকাল ঘনাইয়া আসিয়াছে। আমাদের মঙ্গলের জন্য পরমপুরুষ তোমার গর্ভে অবস্থান করিতেছেন। তোমার এই পুত্র যদুগণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবেন।



কারাগারে দেবকী ও বসুদেব।

আবির্ভাব

আবির্ভাব

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্! অনন্তর সর্ব্বগুণসম্পন্ন কাল উপস্থিত হইল। আকাশ-মণ্ডলে রোহিণী নক্ষত্র এবং অন্যান্য গ্রহ, উপগ্রহ ও তারকাসকল ঝক্-ঝক্ করিতে লাগিল। দিক্সকল প্রসন্ন এবং পৃথিবীতে নানারূপ মঙ্গল-চিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল। নদীর জল নির্ম্মল ও হ্রদ-সকলে পদ্মফুল ফুটিয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিল। সুখস্পর্শ মন্দ মন্দ বায়ু পবিত্র গন্ধ বহন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণের অগ্নিসকল শান্তভাবে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। সাধুগণের মন প্রসন্ন এবং আকাশে দুন্দুভিধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। অপ্সরোগণের সহিত বিদ্যাধরীরা নাচিতে লাগিল। কিন্নর ও গন্ধর্ব্বেরা গান গায়িতে লাগিল। আকাশ হইতে দেব এবং মুনিগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এমন সময় পূর্ব্বদিক্ হইতে যেমন পূর্ণিমার চন্দ্র উদিত হয়, সেইরূপ দেবকীর গর্ভ হইতে ভগবান্ বিষ্ণু আবির্ভূত হইলেন। বসুদেব দেখিলেন,—সেই অদ্ভুত বালকের বর্ণ নবীন মেঘের ন্যায় সুন্দর। তাঁহার পরিধানে পীত বস্ত্র; গলায় কৌস্তভ-মণি এবং বুকের উপর শ্রীবৎস-চিহ্ন। তাঁহার চারি হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম এবং চক্ষু পদ্মফুলের মত আরক্ত ও সুন্দর। ভগবান্ হরি আমার পুত্র হইয়া জন্মিয়াছেন, এই কথা ভাবিয়া, বসুদেব আর আনন্দ রাখিবার স্থান পাইতেছেন না; বিস্ময়ে তাঁহার চক্ষু উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে ব্রাহ্মণগণকে দশ হাজার গাভী দান করিলেন। অনন্তর বসুদেব কৃতাঞ্জলি এবং অবনত হইয়া সেই পরমপুরুষকে নানাবিধ স্তব-স্তুতি করিয়া বলিলেন,—হে সুরেশ্বর, আপনি আমার গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন, এই কথা শুনিয়া পাপমতি কংস আপনার অগ্রজদিগকে হত্যা করিয়াছে এবং প্রহরিগণ আপনার জন্ম-সংবাদ তাহাকে জানাইলে, সে এখনই অস্ত্র উদ্যত করিয়া আপনাকে মারিতে আসিবে।

অনন্তর কংস-ভয়ে ভীতা দেবকী পুত্রের মহাপুরুষ-লক্ষণ-সকল দেখিয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন,—হে মধুসূদন! আমার গর্ভে আপনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, পাপমতি কংস যেন এ কথা জানিতে না পারে। আপনার জন্য আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে; কেন না, আমার মন অতিশয় চঞ্চল। হে বিশ্বাত্মন্! শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী আপনার এই অলৌকিক চতুর্ভুজ রূপ আপনি পরিত্যাগ করুন।



আবির্ভাব

শিশুরূপ ধারণ

শিশুরূপ ধারণ।

ভগবান্ হরি, পিতা ও মাতার স্তব শুনিয়া, তাঁহাদিগকে বলিলেন,—হে সতি! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পূর্ব্বজন্মে তোমার নাম ছিল পৃশ্নি এবং এই বসুদেব তখন সুতপা নামে প্রজাপতি ছিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা তোমাদিগকে প্রজা সৃষ্টি করিবার জন্য আদেশ করিলে, তোমরা ইন্দ্রিয়-সকলকে নিয়মিত করিয়া, অতি উৎকট তপস্যা করিয়াছিলে। তখন তোমাদের শীত-গ্রীষ্ম, বর্ষা-বায়ু প্রভৃতি কিছুই বোধ ছিল না; নিঃশ্বাস রোধ করিয়া তোমরা মনের মলিনতা দূর করিয়াছিলে এবং গলিত পত্র ও বায়ু আহার করিয়া শান্ত মনে আমার আরাধনা করিয়াছিলে। এইরূপ তীব্র তপস্যায় তোমাদের বার হাজার দিব্য বৎসর অতি-বাহিত হইলে আমি প্রসন্ন হইয়া তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম্ এবং তোমরা আমার ন্যায় একটি পুত্র প্রার্থনা করিলে; আমি সেই বরই তোমাদিগকে দান করিয়াছিলাম। কিন্তু পরে ভাবিয়া দেখিলাম যে, এ জগতে আমার সমান আর কেহই নাই; সুতরাং আমি তখন নিজেই তোমাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, পৃশ্নিপুত্র নামে বিখ্যাত হইয়াছিলাম। হে সতি! পুনরায় তুমি যখন অদিতি এবং এই বসুদেব যখন কশ্যপ নামে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন, তখনও আমি তোমাদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলাম। সেই জন্মে আমার নাম হইয়াছিল—উপেন্দ্র এবং আমার শরীর অতিশয় খর্ব্ব ছিল বলিয়া বামন নামেও আমাকে কেহ কেহ ডাকিত। এই তৃতীয় বারেও সেইরূপেই আমি তোমাদের পুত্র হইয়া জন্মিলাম। তোমাদিগকে এই রূপ দেখাইবার উদ্দেশ্য এই যে, ইহা দেখিলেই তোমরা আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কথা স্মরণ করিতে পারিবে; নতুবা আমার মানবরূপ দেখিয়া তাহা স্মরণ করা অসম্ভব। পুত্রভাবেই হউক বা ব্রহ্মভাবেই হউক, তোমরা আমার প্রতি স্নেহ এবং সতত আমাকে চিন্তা করিয়া পরিণামে আমার পরম পদ প্রাপ্ত হইবে। তোমরা কংসের ভয়ে অতিশয় ভীত হইয়াছ; সুতরাং আমাকে এখনই গোকুলে নন্দের গৃহে রাখিয়া এস এবং আমার মায়া, নন্দ-পত্নী যশোদার গর্ভে কন্যা হইয়া জন্মিয়াছে, সেই কন্যাকে এখানে লইয়া এস।

ভগবান্ হরি এই বলিয়া চুপ করিলেন এবং পিতামাতার সাম্‌নেই দেখিতে দেখিতে মানব-শিশুর রূপ ধারণ করিলেন।



শিশুরূপ ধারণ

নন্দালয়ে যাত্রা

নন্দালয়ে যাত্রা।

অনন্তর ভগবানের আদেশে বসুদেব যখন কৃষ্ণকে লইয়া সূতিকাগৃহের বাহিরে আসিবার ইচ্ছা করিলেন, সেই সময়ে গোকুলে যশোদার গর্ভ হইতে যোগমায়া আবির্ভূত হইলেন। সেই যোগমায়ার প্রভাবে মথুরা এবং গোকুলের সমস্ত পৌর জন নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল—কারাগারের প্রহরীরা ঘুমাইয়া পড়িল। গৃহের দরজা বড় বড় লোহার খিল এবং শৃঙ্খলে বাঁধা ছিল ; বসুদেব কৃষ্ণকে লইয়া যেই তাহার নিকটে আসিলেন, অমনই সেই ভীষণ কপাট-সকল নিজে নিজেই খুলিয়া গেল। বসুদেব নিদ্রিত প্রহরীদের নিকট দিয়াই বাহিরে চলিয়া গেলেন।



শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া বসুদেবের নন্দালয়ে যাত্রা।

যমুনাতীরে

যমুনাতীরে।

বসুদেব বাহিরে আসিয়া দেখেন যে, আকাশ ঘোর ঘন-ঘটায় আচ্ছন্ন এবং তাহার মৃদুমন্দ গর্জ্জন করিয়া বারিধারা বর্ষণ করিতেছে। তখন অনন্তদেব তাঁহার মাথার উপর ফণা ধরিয়া দাঁড়াইলেন; ক্রমে বসুদেব যমুনার তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনবরত বৃষ্টি হওয়ায় যমুনার জল কূলে কূলে ছাপাইয়া উঠিয়াছে; তাহাতে বড় বড় ঢেউ উঠিয়া, সেই সকল ঢেউএর আঘাতে নদী একেবারে ফেনময় হইয়া গিয়াছে। নদীর ভীষণ বেগ। তাহাতে আবার শত শত আবর্ত্ত দেখা যাইতেছে। যমুনার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া বসুদেব অতিশয় চিন্তিত হইলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ তাঁহাকে চিন্তা করিতে হইল না। ত্রেতাযুগে রামচন্দ্রকে সমুদ্র যেমন পথ করিয়া দিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন, এই কথা জানিতে পারিয়া যমুনাও সেইরূপ বসুদেবের জন্য একটি পথ তৈরী করিয়া দিলেন; বসুদেব সেই পথে অনায়াসে যমুনা পার হইয়া গেলেন।



যমুনা-তীরে।

বিনিময়

বিনিময়।

ক্রমে বসুদেব নন্দালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, যোগমায়ার প্রভাবে গোপগণ সকলেই নিদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি তখন ধীরে ধীরে যশোদার গৃহে প্রবেশ করিলেন। যশোদাও প্রসবের পরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন ; সন্তান হইয়াছে, এই মাত্র তিনি জানিয়াছিলেন ; কন্যা হইয়াছে, কি পুত্র হইয়াছে, তাহার কিছুই তিনি জানিতে পারেন নাই ; কেন না, তখনই যোগমায়ার প্রভাবে তাঁহার স্মরণশক্তি লুপ্ত হইয়াছিল। বসুদেব তখন শ্রীকৃষ্ণকে যশোদার কোলের ধারে রাখিলেন এবং তাঁহার কন্যাটিকে লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।



নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব।

প্রত্যাগমন

প্রত্যাগমন।

নন্দালয় হইতে বসুদেব গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং সেই কন্যাটিকে দেবকীর নিকট অর্পণ করিলেন। পাছে কংস জানিতে পারে, এই আশঙ্কায় বসুদেব নিজের হাত-পা পূর্ব্বের মত লোহার শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিলেন এবং বাহির, ভিতর ও পুরদ্বার-সকল আপনা আপনি রুদ্ধ হইয়া গেল।

কিছুকাল পরে প্রহরীরা জাগিয়া উঠিল এবং ঘরের মধ্যে বালকের ক্রন্দন শুনিয়া, দৌড়িয়া গিয়া কংসের নিকট দেবকীর প্রসবের কথা জানাইল। কংস উদ্বিগ্ন মনে ইহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। তখন সে অতি শীঘ্র বিছানা হইতে উঠিয়া, মুক্তকেশে সূতিকা-গৃহের দিকে দৌড়িল এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এই আমার কাল আসিয়াছে।

কংসকে দেখিয়া দেবকী অতিশয় কাতরভাবে বলিলেন,—দাদা! এ ত পুত্র হয় নাই; এ যে তোমার ভাগিনেয়ী। তুমি অগ্নির ন্যায় তেজস্বী আমার অনেকগুলি পুত্র হত্যা করিয়াছ; কিন্তু এ যে স্ত্রীলোক; ইহাকে তুমি মারিও না—তোমার নিকট আমি এই ভিক্ষা চাহিতেছি। কন্যাটিকে কোলে লুকাইয়া রাখিয়া দেবকী এইরূপ অনেক-কাঁদাকাটা করিলেন। কিন্তু কংস তাহা কিছুই গ্রাহ্য করিল না। সে দেবকীকে নানারূপ তিরস্কার করিয়া, তাঁহার হাত হইতে কন্যাটিকে ছিনাইয়া লইয়া গেল।



কারাগারে দেবকীকে কন্যা প্রদান।

শত্রুনাশ

শত্রুনাশ।

স্বার্থের প্রবল তাড়নায় কংসের স্নেহ-মমতা দূরে পলাইয়া গিয়াছিল। সে সেই নবজাত শিশু—ভাগিনেয়ীকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল এবং দুই হাতে শিশুর দুই পা ধরিয়া, একখণ্ড পাথরের উপর তাহাকে আছাড় মারিল।



শত্রু-বিনাশ।

হরিষে বিষাদ

হরিষে বিষাদ।

তখন সেই কন্যা কংসের হাত হইতে আকাশে উঠিয়া গিয়া, অষ্টভুজা দেবীরূপে পরিণত হইলেন। তাঁহার আট হাতে ধনুক, শূল, বাণ, ঢাল, অসি, শঙ্খ, চক্র ও গদা শোভা পাইতে লাগিল এবং সিদ্ধ, চারণ প্রভৃতিরা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন সেই দেবী কংসকে কহিলেন,—ওরে মূর্খ! আমাকে বধ করিয়া তোর কি লাভ হইবে? তোর যিনি যম, তিনি যেখানেই হউক, জন্মিয়াছেন। তুই অন্যান্য নির্দ্দোষ শিশুদিগকে বৃথা হিংসা করিস্ না।

দেবীর মুখে এই কথা শুনিয়া, কংস অতিশয় বিস্মিত হইল এবং দেবকী ও বসুদেবকে মুক্ত করিয়া দিয়া, বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে বলিল,—হে ভগিনি, হে ভগিনীপতি! হায়! আমি রাক্ষসের মত নির্দ্দয় হইয়া তোমাদের পুত্রগণকে হত্যা করিয়াছি। অতি অতিশয় খল; আমার মায়া-মমতা কিছুই নাই—আত্মীয় স্বজন, জ্ঞাতি সুহৃৎ, সমস্তই আমি পরিত্যাগ করিয়াছি। ব্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তির ন্যায় আমি এক্ষণে জীবন্মৃত। আমার যে কোন্ লোকে গতি হইবে, তাহা আমি জানি না। আমি জানিতাম, মানুষই মিথ্যা কথা বলে; কিন্তু দেবতারাও যে মিথ্যা কথা বলেন, তাহা আজ জানিতে পারিলাম। পাপমতি আমি, সেই দেব-বাক্যের উপর বিশ্বাস করিয়া, আমার ভাগিনেয়দিগকে হত্যা করিয়াছি। আপনারা সাধু এবং দীনবৎসল; আমার এই দৌরাত্ম্য আপনারা ক্ষমা করুন। এই বলিয়া কংস কাঁদিতে কাঁদিতে ভগিনী ও ভগিনীপতির পা জড়াইয়া ধরিল। তাঁহারাও কংসকে অনুতাপ করিতে দেখিয়া, তাঁহাদের যত কিছু মনস্তাপ, তাহা পরিত্যাগ করিলেন।



হরিষে-বিষাদ।

যশোদা ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণ

যশোদা ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণ।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে, কংস, মন্ত্রীদিগকে ডাকিয়া, মন্ত্রণা করিতে বসিলেন এবং যোগমায়া যে সব কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সেই সভায় প্রকাশ করিলেন। মন্ত্রীরা সেই কথা শুনিয়া অনেকে অনেক বিক্রম প্রকাশ করিল এবং দেবতাদিগকে নানারূপ নিন্দা করিয়া, তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে, আজ হইতে দশ দিনের মধ্যে বা তাহারও পূর্ব্বে যে সব শিশুর জন্ম হইয়াছে, তাহাদিগকে সংহার করিতে হইবে। আর বিষ্ণু দেবতাদের আশ্রয়-স্থান এবং বেদ, ব্রাহ্মণ, গাভী, ইহারাই বিষ্ণুর দেহ-স্বরূপ; সুতরাং সর্ব্বান্তঃকরণে গাভী ও ব্রাহ্মণগণের হিংসা করিতে হইবে। কংস মন্ত্রিগণের এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া, চতুর্দ্দিকে কামরূপী দানবগণকে গো এবং ব্রাহ্মণ হিংসার জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

এ দিকে পুত্র হইয়াছে জানিতে পারিয়া, মহামতি নন্দ, আহ্লাদের সহিত ব্রাহ্মণ ও দৈবজ্ঞগণকে আমন্ত্রণ করিলেন এবং নিজে স্নান করিয়া, পবিত্র-চিত্তে সেই ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া, যথাবিধানে পুত্রের জাতকর্ম্ম, দেব ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করাইলেন। তারপর সোনা, কাপড় ও রত্ন-পরিবৃত সাতটি তিল-পর্ব্বত এবং দুই লক্ষ গাভী তিনি ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন। এই সময় গায়কেরা গান গাহিতে এবং মুহুর্ম্মুহু তুরী ও ভেরীধ্বনি হইতে লাগিল। বাড়ী-ঘর সব ধ্বজ, পতাকা ও ফুলের মালা দিয়া সাজান হইল। বাড়ীর সামনে তোরণ—তাহা নূতন পল্লব, কাপড় ও মালা দিয়া সাজান। গোপগণ নানাবিধ ভেট লইয়া আসিতে লাগিল। যশোদার পুত্র হইয়াছে, এই কথা শুনিয়া, গোপীসকল নানাবিধ বেশভূষা ও অলঙ্কার পরিয়া যশোদার নিকট আসিল এবং "চিরজীবী হও" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। কেহ কেহ হলুদ-গোলা সকলের গায়ে ঢালিয়া দিয়া গান গাহিতে লাগিল। গোপগণ পরস্পরের গায়ে মাখন, ক্ষীর ও দৈ ঢালিয়া দিতে লাগিল। রোহিণী দেবীকে নন্দ অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তিনি নারায়ণের অর্চ্চনা এবং পুত্রের কল্যাণের জন্য নূতন কাপড়, অলঙ্কার এবং মালা পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম উপলক্ষ্যে নন্দের গৃহে অবিরাম উৎসবের স্রোত বহিতে লাগিল।



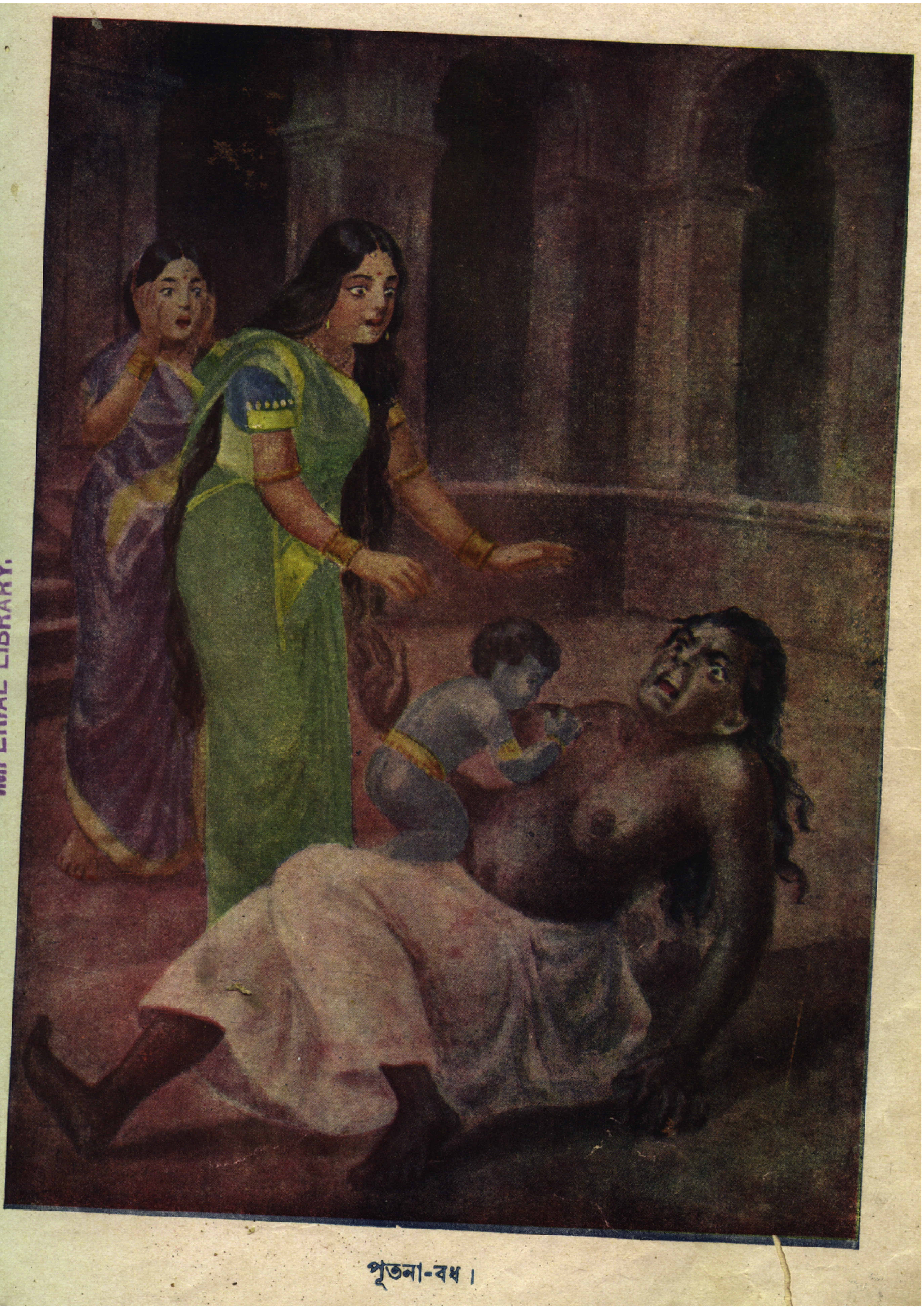
যশোদা ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণ।

পুতনা বধ

পূতনা বধ।

কয়েক দিন পরে গোপগণকে গোকুলের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়া, মহামতি নন্দ, কর দিবার জন্য মথুরায় যাত্রা করিলেন। নন্দ মথুরায় আসিয়াছেন এবং তাঁহার কর দেওয়া হইয়া গিয়াছে, বসুদেব এই সংবাদ পাইয়া, তাড়াতাড়ি তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। উভয়ের মধ্যে অনেক সুখ-দুঃখের কথা হইল। নন্দের পুত্র হইয়াছে, এই সংবাদে বসুদেব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। নন্দও বসুদেবের পুত্র-কন্যাগুলি কংস হত্যা করিয়াছে, এই কথা উল্লেখ করিয়া, অনেক দুঃখ করিলেন। পরিশেষে বসুদেব বলিলেন,—ভাই, তোমার ত কাজ শেষ হইয়াছে। এখন আর বেশী বিলম্ব করিও না; তাড়াতাড়ি বাড়ী যাও। কেন না, গোকুলে অনেক উৎপাত হইবার সম্ভাবনা আছে। এই কথা শুনিয়া নন্দ তাড়াতাড়ি গরুর গাড়ীতে করিয়া গোকুলে প্রস্থান করিলেন।

এ দিকে কংসের আদেশে পূতনা রাক্ষসী শিশু হত্যা করিবার জন্য নানা জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। এই সময় সে নিজের মায়ায় সুন্দর স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গোকুলে প্রবেশ করিল। তাহার পরিধানে অতি উৎকৃষ্ট কাপড়, খোঁপায় মল্লিকা ফুল, বিশাল নিতম্ব, কটিদেশ অতি সরু, কর্ণভূষণ এবং কুণ্ডল ঝক্-ঝক্ করিতেছে। তাহার উপর হাতে একটি পদ্ম। এইরূপ বেশে কটাক্ষ বিক্ষেপ করিয়া, হাসিতে হাসিতে সে ব্রজবাসিগণের মন হরণ করিয়া লইল। তাহারা ভাবিল, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সে এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে নন্দের গৃহে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইল এবং দড়ি ভাবিয়া লোকে যেমন ঘুমন্ত সাপ ধরিয়া ফেলে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে কোলে তুলিয়া লইল। যশোদা ও রোহিণী তাহার সৌন্দর্য্য ও জ্যোতিঃ দেখিয়া, অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন—কোনরূপ নিষেধ করিতে পারিলেন না। পরে পূতনা তাহার বিষ-মাখান স্তন আহ্লাদ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখে দিলে, ভগবান্ দুই হাতে সেই স্তন চাপিয়া ধরিয়া, তাহার প্রাণের সহিত স্তন্য পান করিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষসী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, হাত-পা ছুঁড়িয়া, ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার সেই চীৎকারে পাহাড়-পর্ব্বত কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু কৃষ্ণ কিছুতেই ছাড়িলেন না—তিনি প্রাণপণে তাহার প্রাণ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষসী নিজ রূপ ধরিয়া, হাত-পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে প্রাণত্যাগ করিল। তাহার সেই পাহাড়ের মত শরীরের ভরে ছয় ক্রোশের মধ্যে গাছ-পালা, ঘর-বাড়ী যত কিছু ছিল, সব চূর্ণ হইয়া গেল। গোপীরা তাড়াতাড়ি কৃষ্ণকে কোলে তুলিয়া লইয়া নানারকম শান্তি ও রক্ষা বিধান করিলেন। পরে গোপগণ সেই রাক্ষসীর দেহ কুঠার দিয়া কাটিয়া পোড়াইয়া ফেলিল। নন্দ আসিয়া, এই সকল কথা শুনিয়া, বিস্মিত হইলেন এবং কৃষ্ণকে কোলে লইয়া, তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন।



পূতনা-বধ।

শক্তি তত্ত্ব

শকট ভঙ্গ।

ক্রমে কৃষ্ণ অঙ্গ-পরিবর্ত্তন অর্থাৎ পাশ ফিরিতে শিখিলেন। এই উপলক্ষ্যে যশোদা একটি উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া, সমস্ত গোপীগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। গোপীরা আসিয়া, আনন্দে গান-বাজনা করিতে লাগিল। যশোদা ব্রাহ্মণগণদ্বারা পূজা, স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি করাইয়া, কৃষ্ণের অভিষেক করিলেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে অন্ন, বস্ত্র ও গাভী দান করিলেন। এই সমস্ত কাজ সমাধা হইলে, যশোদা দেখিলেন,—ঘুমাইবার জন্য কৃষ্ণের চক্ষু বুজিয়া আসিতেছে। তখন তিনি ধীরে ধীরে কৃষ্ণকে ঘুম পাড়াইয়া, শোয়াইয়া রাখিলেন। কিছু কাল পরে কৃষ্ণের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু নিমন্ত্রিত ব্রজবাসিগণের অভ্যর্থনায় ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া, যশোদা তাহা শুনিতে পাইলেন না। কৃষ্ণকে যেখানে শোয়াইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারই উপরে একখানি শকটের মধ্যে নানাবিধ ভাণ্ডে দই, দুধ, ঘি প্রভৃতি সাজান ছিল। কৃষ্ণ কাঁদিতে কাঁদিতে পা দুখানি উপরে তুলিয়া, সেই শকটের উপর আঘাত করিলেন এবং শকটখানি ভাঙ্গিয়া, তাঁহার এক পাশে পড়িয়া গেল। শব্দ শুনিয়া, যশোদা দৌড়িয়া আসিয়া দেখেন যে, কৃষ্ণের পাশেই শকটখানি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং তাহার মধ্যের দই দুধ প্রভৃতি ঘর-ময় ছড়াইয়া গিয়াছে। নন্দ প্রভৃতি গোপ এবং উপস্থিত সকলেই সেখানে দৌড়িয়া আসিলেন এবং এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। আশে পাশে যে বালকেরা ছিল, তাহারা বলিল যে, কৃষ্ণই লাথি মারিয়া গাড়ীখানি ফেলিয়া দিয়াছে; কিন্তু এ কথা তাঁহারা কেহ বিশ্বাস করিলেন না। যশোদা কৃষ্ণকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং কোনও রাক্ষস-গ্রহের আশঙ্কা করিয়া, নানাবিধ শান্তি স্বস্ত্যয়নের অনুষ্ঠান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা হোম করিয়া দই, অক্ষত, কুশ ও জল দিয়া মঙ্গলাচরণ করিলেন। সাম, ঋক্ ও যজুর্ব্বেদের মন্ত্র পড়িয়া, তাঁহারা পবিত্র ঔষধী-সকল সংস্কার করিয়া দিলে, নন্দ সেই ঔষধীজলে কৃষ্ণকে স্নান করাইলেন। তাঁহার বিশ্বাস, যাঁহারা অসত্য, দম্ভ, ঈর্ষা, অসূয়া ও হিংসা প্রভৃতি দোষ একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই সত্যপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ কখন নিষ্ফল হইতে পারে না।



শকট-ভঙ্গ ।

তৃণাবর্ত-বধ

তৃণাবর্ত্ত-বধ।

এক দিন যশোদা, শ্রীকৃষ্ণকে কোলে করিয়া, স্তন পান করাইতেছেন, এমন সময় কৃষ্ণকে তিনি অতিশয় ভার বোধ করিলেন; ভার ক্রমশঃ এতই বাড়িতে লাগিল যে, তিনি আর তাঁহাকে কোলে রাখিতে পারিলেন না—মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে লাগিলেন। এই সময় কংসের অনুচর তৃণাবর্ত্ত নামে দৈত্য ঘূর্ণীবায়ুরূপে আসিয়া, কৃষ্ণকে হরণ করিয়া লইল। দৈত্যের ভীষণ শব্দে চারি দিক্ প্রতিধ্বনিত হইল, অন্ধকার ও ধূলায় গোকুল আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এ দিকে যশোদা কৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তৃণাবর্ত্ত কর্ত্তৃক কাঁকর ও ধূলা-বর্ষণের মধ্যে অন্যকে দেখা ত দূরের কথা, নিজেই নিজেকে কেহ দেখিতে পাইতেছিল না। যশোদা এইরূপ ভীষণ বায়ু ও ধূলা-বৃষ্টির মধ্যে কাঁদিতে কাঁদিতে কৃষ্ণকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

ও দিকে তৃণাবর্ত্ত কৃষ্ণকে লইয়া আকাশে উঠিল। কিন্তু কিছু দূর গিয়াই তাহার বেগ কমিয়া গেল—কৃষ্ণের শরীরের ভারে অভিভূত হইয়া, সে আর অগ্রসর হইতে পারিল না। কৃষ্ণ তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, দৈত্য তখন বোধ করিতে লাগিল যে, একটা প্রকাণ্ড পাহাড় তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়াছে। সে কৃষ্ণকে ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। ক্রমে তাহার চক্ষু দুইটা বাহির হইয়া পড়িল—সে অব্যক্ত শব্দ করিতে করিতে কৃষ্ণের সহিত মাটিতে পড়িয়া গিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল।

গোপীরা কাঁদিতে কাঁদিতে চারি দিকে কৃষ্ণের খোঁজ করিতেছিল। সহসা আকাশ হইতে সেই ভীষণ দৈত্যের সহিত কৃষ্ণকে পড়িতে দেখিয়া, তাহারা কৃষ্ণকে লইয়া গিয়া যশোদার নিকট দিল। কৃষ্ণকে পাইয়া, নন্দ প্রভৃতি গোপ এবং গোপীরা অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং পরস্পর বলিতে লাগিলেন,—হিংসুক লোকেরা নিজের পাপে নিজেই মারা যায়; সাধুরা সকলকে সমান ভাবে দেখেন বলিয়া তাঁহারা সকল প্রকার ভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। আমরা পূর্ব্বজন্মে অনেক পুণ্য করিয়াছিলাম; তাই এই বালক মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরিয়া আসিল।

[redacted]



তৃণাবর্ত্ত বধ।

বাল্যলীলা

বাল্যলীলা।

ক্রমে কৃষ্ণ অল্প দিনের মধ্যেই একটু একটু করিয়া হাঁটিতে শিখিলেন। এই সময় একদিন গোপীগণ আসিয়া তাঁহার দৌরাত্ম্যের কথা যশোদাকে বলিতে লাগিল,—রাণি! তোমার এই পুত্র অসময়ে আমাদের বাছুর খুলিয়া দেয়। ঘরের মধ্যে গিয়া চুরি করিয়া দই দুধ খায়। নিজে খাইয়া আবার বানরদিগকে খাইতে দেয়। তাহারা না খাইলে ভাণ্ড-সকল ভাঙ্গিয়া ফেলে। আবার ঘরের মধ্যে কিছু না পাইলে, শিশুদিগকে কাঁদাইয়া, মল-মূত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসে। দেখ, তোমার নিকট এখন যেন সাধুর ন্যায় বসিয়া রহিয়াছে।

গোপীরা কৃষ্ণের দিকে চাহিয়া, এইরূপে তাঁহার গুণপনার কথা বলিলে যশোদা হাসিতে লাগিলেন। তিনি কৃষ্ণকে তিরস্কার করিতে পারিলেন না।



বাল্যলীলা

নন্দদুলাল

নন্দদুলাল।

এক দিন বালক শ্রীকৃষ্ণকে কোলে করিয়া যশোদা স্তন পান করাইতেছিলেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ হাই তুলিলেন। যশোদা তখন তাঁহার মুখের মধ্যে চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি, সমুদ্র, দ্বীপ, পাহাড়, বন প্রভৃতি সমস্ত জগৎ দর্শন করিয়া, বিস্ময় ও ভয়ে চক্ষু বুজিয়া রহিলেন।

কিছু দিন পরে যদুগণের আচার্য্য গর্গ ঋষি, বসুদেবের অনুরোধে গোকুলে আসিলেন এবং অতি গোপনে যথাবিধি স্বস্তিবাচন করিয়া বালক দুইটির নামকরণ-সংস্কার সমাধা করিলেন। তিনি রোহিণী দেবীর পুত্রের নাম রাখিলেন—রাম, বল ও সঙ্কর্ষণ এবং যশোদার পুত্রের নাম রাখিলেন—কৃষ্ণ ও বাসুদেব।

এইরূপে কিছু কাল চলিয়া গেলে, রাম ও কৃষ্ণ একটু একটু করিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে তাঁহারা ব্রজবাসী অন্যান্য বালকগণের সহিত নানারূপ খেলা করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া, ব্রজ-মহিলাগণের আর আনন্দের সীমা রহিল না।



নন্দ-দুলাল।

অম্বালীলা

মায়ালীলা।

বাড়ীর ঝি-চাকরেরা অন্যান্য কাজে ব্যস্ত রহিয়াছে দেখিয়া, একদিন যশোদা নিজেই দধি মন্থন করিতেছেন, এই সময় শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া স্তন পান করিতে চাহিলে, যশোদা তাঁহাকে কোলে লইয়া, দুধ খাওয়াইতে লাগিলেন। পাশেই উনানের উপর দুধ জাল হইতেছিল; সেই দুধ পড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া, কৃষ্ণকে রাখিয়া যশোদা দুধ নামাইতে গেলেন। কৃষ্ণ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং ঘরের মধ্যে গিয়া, দই দুধের ভাণ্ড প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া, মাখম খাইতে লাগিলেন। যশোদা ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে, দধির ভাঁড় ঘরের মধ্যে গড়াগড়ি যাইতেছে; কৃষ্ণ উদূখলের উপর দাঁড়াইয়া মাখম খাইতেছেন এবং একটা বানরকে তাহার কিছু কিছু ভাগ দিতেছেন। যশোদাকে দেখিয়াই শ্রীকৃষ্ণ দৌড়িয়া পলাইলেন এবং যশোদাও তাঁহার পিছনে পিছনে দৌড়িয়া অনেক কষ্টে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। কৃষ্ণ তখন কাঁদিতে কাঁদিতে দুই হাতে চক্ষু রগড়াইতে লাগিলেন। যশোদা তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং লাঠি ফেলিয়া দিয়া, দড়ি দিয়া বাঁধিবার জোগাড় করিলেন। যশোদা কৃষ্ণের প্রভাব জানিতেন না;—যাঁহার অন্তর বাহির, পূর্ব্ব পর কিছুই নাই, অথচ যিনি জগন্ময়, সেই অব্যক্ত পুরুষকে নিজের পুত্র মনে করিয়া, সামান্য শিশুর ন্যায় উদূখলে বাঁধিতে লাগিলেন। যশোদা কৃষ্ণকে বাঁধিবার জন্য যত দড়ি আনেন, কিছুতেই কুলায় না—দুই আঙ্গুল ফাঁক থাকিয়া যায়। ক্রমে পাড়া-পড়সীর বাড়ীতে যত দড়ি ছিল, তাহা আনিয়াও যখন কৃষ্ণকে বাঁধিতে পারিলেন না,—দুই আঙ্গুল কম পড়িল, তখন তিনি লজ্জিত ও বিস্মিত হইলেন। যশোদাকে অতিশয় পরিশ্রান্ত দেখিয়া, অবশেষে কৃষ্ণ নিজেই বন্ধন স্বীকার করিলেন।

ঈশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া, যাবতীয় পদার্থই কৃষ্ণের বশীভূত—তিনি নিজে কাহারও বশীভূত নহেন। তথাপি তিনি যে ভক্তের বশীভূত, তাহা এইরূপে সকলকে দেখাইলেন।



মায়া-লীলা।

নলকূপের উদ্ধার

নলকূবর উদ্ধার।

যশোদা কৃষ্ণকে বাঁধিয়া রাখিয়া গৃহ-কার্য্যে মন নিবিষ্ট করিলেন। এ দিকে কৃষ্ণ সেই-খানে থাকিয়া, দরজার সামনে দুইটি অর্জ্জুনবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন।

পূর্ব্বে যক্ষরাজ কুবেরের নলকূবর ও মণিগ্রীব নামে দুই পুত্র ছিল। তাহারা রুদ্রের অনুচর হইয়া, ক্রমে ক্রমে অতিশয় গর্ব্বিত হইয়া উঠে। একদিন তাহারা মদ খাইয়া, কৈলাস পাহাড়ের একটি উপবনে স্ত্রীলোক লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেছিল—এমন সময় দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন। নারদ দেখিলেন,—অনেকগুলি স্ত্রীলোকের সহিত গঙ্গার মধ্যে উলঙ্গ হইয়া উহারা জলক্রীড়া করিতেছে। নারদকে দেখিয়া স্ত্রীলোকেরা তাড়াতাড়ি কাপড় পরিল; কিন্তু নলকূবর ও মণিগ্রীব এতই মাতাল হইয়াছিল যে, তাহারা কাপড়ও পরিল না বা মহর্ষিকে কোনওরূপ সম্মানও দেখাইল না। নারদ তাহাদিগকে এইরূপ মদান্ধ ও মাতাল দেখিয়া বলিলেন,—তোমরা যখন লোকপাল বরুণের পুত্র হইয়াও এইরূপ অজ্ঞান এবং তমোভাবে পরিপূর্ণ, তখন তোমরা স্থাবর অর্থাৎ বৃক্ষ হইয়া জন্মিবার উপযুক্ত। অতএব আমি অভিশাপ দিতেছি, তোমরা বৃক্ষ হইয়া জন্মগ্রহণ কর। বৃক্ষ হইয়াও তোমাদের পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ থাকিবে এবং বাসুদেব তোমাদিগকে স্পর্শ করিলে তোমরা শাপ হইতে মুক্ত হইবে।

সেই অভিশাপে নলকূবর ও মণিগ্রীব অর্জ্জুন-বৃক্ষ হইয়া জন্মিয়াছে, এই কথা মনে হওয়ায় কৃষ্ণ সেই গাছ দুইটির দিকে অগ্রসর হইলেন এবং তিনি যে উদূখলের সহিত বাঁধা ছিলেন, সেই উদূখল গাছের গোড়ায় আটকাইয়া গিয়া, তাহার টানে, ভীষণ শব্দের সহিত গাছ দুইটি পড়িয়া গেল। তখন সেই বৃক্ষ হইতে আগুনের মত তেজস্বী দুইজন সিদ্ধ পুরুষ বাহির হইলেন—তাঁহাদের শরীরের জ্যোতিতে চতুর্দ্দিক্ আলোকিত হইল। তাঁহারা মস্তক অবনত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন এবং হাত জোড় করিয়া নানা রকম স্তুতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বিদায় দিলে, তাঁহারা উত্তর দিকে চলিয়া গেলেন। গাছের ভিতর হইতে যে দুইজন বাহির হইলেন, তাঁহারাই কুবেরের পুত্র নলকূবর ও মণিগ্রীব।

ও দিকে গাছ পড়ার শব্দ শুনিয়া, যশোদা ও গোপগণ সেখানে দৌড়িয়া আসিলেন এবং দেখিলেন যে, অর্জ্জুন বৃক্ষ দুইটি পড়িয়া গিয়াছে ও তাহার মাঝখানে উদূখলের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বাঁধা রহিয়াছেন। গাছ দুইটি কেন পড়িল, তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া, তাঁহারা বিস্মিত ও ভীত হইলেন। বালকেরা বলিল যে, কৃষ্ণই গাছ ফেলিয়া দিয়াছে এবং দুইজন পুরুষ উহার মধ্য হইতে বাহির হইয়াছে; কিন্তু সে কথা কেহই বিশ্বাস করিলেন না। নন্দ হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণের বাঁধন খুলিয়া দিয়া, তাঁহাকে ঘরে লইয়া গেলেন।



নল-কুবের-উদ্ধার

সজ্জা

সজ্জা।

যশোদা, বলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণের হাত ধরিয়া, তাঁহাদিগকে ঘরে লইয়া আসিলেন এবং পুত্রস্নেহবশতঃ তাঁহাদের নানারূপ সাজসজ্জা ও মাঙ্গলিক কর্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।



গোষ্ঠ [illegible]

বকাসুর-বধ

বকাস্থর-বধ।

গোকুলের মধ্যে বার বার এইরূপ নানা রকম উৎপাত হইতেছে দেখিয়া, নন্দ প্রভৃতি বৃদ্ধ গোপগণ এক জায়গায় মিলিত হইয়া, পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সেই সভায় উপনন্দ নামে এক ব্যক্তি সকলের অপেক্ষা জ্ঞান ও বয়সে বড় ছিলেন এবং দেশ, কাল প্রভৃতি বিষয়েও তাঁহার জ্ঞান খুব বেশী ছিল। তিনি বলিলেন,—এইখানে দিন দিন যেরূপ উৎপাত আসিয়া জুটিতেছে, তাহাতে এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া, অন্য কোনও নিরাপদ্ স্থানে আমাদের যাওয়া উচিত। নিকটেই বৃন্দাবন নামে অতি চমৎকার বন আছে; উহা সকল বিষয়েই আমাদের বাসের উপযুক্ত স্থান। তোমাদের মত হইলে সেইখানেই সকলের যাওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহার এই কথা সকলেই অনুমোদন করিলেন এবং বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকদিগকে গাড়ীতে উঠাইয়া, যে যার অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া, বৃন্দাবনের দিকে দলে দলে যাত্রা করিলেন। সকলের আগে চলিল—গরুর পাল, তাহার পশ্চাতে শিঙা, তুরী প্রভৃতি বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে পুরোহিতের সহিত গোপগণ বৃন্দাবনে আসিয়া বসতি স্থাপন করিলেন। বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন ও যমুনার তীরভূমি দেখিয়া বলরাম ও কৃষ্ণ অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

কিছুকাল পরে আর একটু বড় হইয়া, কৃষ্ণ ও বলরাম অন্যান্য বালকদের সহিত গরু চরাইতে আরম্ভ করিলেন। এক দিন তাঁহারা যমুনার তীরে গরু চরাইতেছেন, এমন সময় একটা দৈত্য বাছুরের রূপ ধারণ করিয়া, গরুর পালের মধ্যে আসিল। উদ্দেশ্য—কৃষ্ণকে মারিবে। কৃষ্ণ তাহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। কিন্তু তিনি যেন কিছুই জানেন না, এইরূপ ভাব দেখাইয়া, ধীরে ধীরে গিয়া, খপ্ করিয়া ল্যাজের সহিত তাহার পিছনের পা দুখানা ধরিয়া ঘুরাইতে লাগিলেন; ঘুরাইতে ঘুরাইতে একটা কদ্‌বেলের গাছের উপর আছাড় মারিয়া, তাহাকে সংহার করিলেন। ইহা দেখিয়া বালকেরা ভারি খুসী হইল এবং দেবগণ আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

আর একদিন বলরাম ও কৃষ্ণ বালকগণের সহিত গরু চরাইতেছেন। তাঁহারা গোষ্ঠে যাইবার সময় বাড়ী হইতে জলখাবার লইয়া গিয়াছিলেন। সেই জলখাবার খাইয়া, তাঁহারা একটি পুষ্করিণীর নিকট গিয়া, গরু-বাছুরদিগকে জল খাওয়াইলেন এবং নিজেরাও খাইলেন। এমন সময় বালকেরা দেখিল যে, একটা পাহাড়ের চূড়ার মত প্রকাণ্ড বকপক্ষী সেইখানে বসিয়া আছে। সেই পক্ষীটা কংসের সখা—তাহার নাম বকাসুর; সে বকপক্ষীর রূপ ধরিয়া আসিয়াছে। কৃষ্ণকে দেখিয়াই সেই প্রকাণ্ড পক্ষীটা দৌড়িয়া আসিয়া, তাঁহাকে গিলিয়া ফেলিল। কৃষ্ণ তাহার মুখের মধ্যে গিয়া, আগুনের মত তাহার তালুদেশ পোড়াইতে লাগিলেন এবং সেই যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া, সে কৃষ্ণকে বাহির করিয়া ফেলিল। পরে সেই অসুর ঠোঁট উঁচু করিয়া কৃষ্ণকে মারিতে আসিলে কৃষ্ণ দুই হাতে তাহার দুই ঠোঁট ধরিয়া, একেবারে দুই খণ্ড করিয়া চিরিয়া ফেলিলেন। বলরাম প্রভৃতি বালকেরা এই ব্যাপার দেখিয়া একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল এবং দেবতারা আকাশ হইতে নন্দন-বনের মল্লিকা-ফুল কৃষ্ণের উপর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।



বকাসুর বধ।

অঘাসুর-বধ

অঘাসুর-বধ।

আর একদিন শ্রীকৃষ্ণ, সখাদিগের সহিত গরু-বাছুর লইয়া গোষ্ঠে গিয়াছেন। গরুর পাল বনের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া, বালকেরা সকলে কৃষ্ণের সহিত নানা রকম খেলায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইতিমধ্যে অঘ নামে এক অসুর সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই দুষ্ট অসুর পূতনা ও বকের ছোট ভাই; কংসের আদেশে সে কৃষ্ণকে সংহার করিতে আসিয়াছে। সে তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, এই কৃষ্ণ আমার ভাই ও ভগিনীকে বিনাশ করিয়াছে। অতএব আমিও ইহাকে সদলবলে সংহার করিয়া, ভাই ও ভগিনীর উদ্দেশে তিলোদকরূপে অর্পণ করিব। দুষ্ট অসুর এইরূপ ভাবিয়া, পাহাড়ের মত প্রকাণ্ড এক অজগর সাপের দেহ ধারণ করিল এবং গুহার ন্যায় প্রকাণ্ড মুখ বিস্তৃত করিয়া, বালকদিগকে গ্রাস করিবার জন্য পথের উপর শুইয়া রহিল। তাহার মুখের নীচের দিক্‌টা মাটিতে ও উপরের অংশ মেঘমালা স্পর্শ করিল; দাঁতগুলি পাহাড়ের চূড়ার ন্যায় দেখাইতে লাগিল; মুখের ভিতর ঘোর অন্ধকারপূর্ণ; জিহ্বা,—প্রকাণ্ড একটি রাজপথের মত বিস্তৃত হইয়া রহিল; তীক্ষ্ণ বায়ুর ন্যায় নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল এবং চক্ষু দুইটা দাবাগ্নির মত ধক্‌-ধক্‌ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

বালকেরা মনের আনন্দে খেলিয়া বেড়াইতেছিল। তাহারা যখন এই অসুরের দিকে ফিরিয়া চাহিল, তখন ইহাকে বৃন্দাবনের একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য মনে করিয়া, অজগরের সহিত তাহার তুলনা করিতে লাগিল। পরিশেষে বলিল,—এ যদি যথার্থ অজগর সাপই হয়, তাহাতেই বা আসে যায় কি? কৃষ্ণ ইহাকে অবলীলাক্রমে মারিয়া ফেলিবে। এই বলিয়া তাহারা হাসিতে হাসিতে হাততালি দিয়া, সেই অজগরের দিকে দৌড়িয়া চলিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে নিষেধ করিতে যাইতেছেন, ইতিমধ্যে তাহারা সেই অজগরের মুখে প্রবেশ করিল। তখন সেই বালকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণও তাহাদের পিছনে পিছনে সাপের মুখে প্রবেশ করিলেন;—মেঘের অন্তরাল হইতে দেবগণ তাহা দেখিয়া, হাহাকার করিয়া উঠিলেন। এ দিকে শ্রীকৃষ্ণ তাহার গলার নিকট গিয়া নিজেকে বাড়াইতে লাগিলেন। তাহাতে সেই অসুরের কণ্ঠ রুদ্ধ এবং দুইটা চক্ষু বাহির হইয়া পড়িল। এ-দিক্‌ ও-দিক্‌ ঘুরিতে ঘুরিতে ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটিয়া তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ তখন অমৃতদৃষ্টি দ্বারা বালকদিগকে জীবিত করিয়া, তাহাদের সহিত বাহির হইয়া পড়িলেন। সর্পের দেহ হইতে একটা অদ্ভুত জ্যোতি বাহির হইয়া আকাশে অবস্থান করিতেছিল। শ্রীকৃষ্ণ যেই সাপের মুখ হইতে বাহির হইলেন, অমনই সেই তেজ কৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করিল। এই সময় দেবগণ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন, অপ্সরারা নাচিতে লাগিল, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরেরা গান-বাজনা করিতে লাগিল, ব্রাহ্মণেরা স্তব এবং গণসকল জয় শব্দদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে লাগিল। সেই অজগর সাপের শুষ্ক চর্ম্ম বহুকাল যাবৎ বৃন্দাবনে ছিল এবং ব্রজবাসিগণ তাহা ক্রীড়া গহ্বর অর্থাৎ খেলাইবার সময় বৃহৎ গর্ত্তরূপে ব্যবহার করিত।



অঘাসুর বধ।

মোহ-নিবৃত্তি

মোহ-নিবৃত্তি।

অঘাসুরের কবল হইতে বালকদিগকে উদ্ধার করিয়া, নদীপুলিনে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে বলিলেন,—বন্ধুগণ! এই পুলিনদেশ অতিশয় রমণীয়; আমাদের খেলা করিবার উপযুক্ত সকল জিনিসই এখানে রহিয়াছে। বেলা অধিক হওয়ায় সকলেরই ক্ষুধা হইয়াছে। এস, এইখানে বসিয়া আমরা ভোজন করি,—গাভীসকল জল পান করিয়া নিকটেই বিচরণ করুক। বালকেরা ইহাতে সম্মত হইল এবং যে যার শিকা খুলিয়া, খাদ্য দ্রব্য বাহির করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের সহিত আহার করিতে বসিয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণকে মাঝখানে বসাইয়া, তাঁহার চারি দিক্ ঘিরিয়া বালকগণ খাইতে বসিয়াছে; তাহা দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন একটি সুন্দর পদ্মফুল ফুটিয়া রহিয়াছে;—শ্রীকৃষ্ণ তাহার কর্ণিকা ও বালকগণ পত্ররূপে শোভা পাইতেছে। কিছুকাল এইরূপ আনন্দের পর গাভীসকল দূর বনে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া বালকেরা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া, নিজেই গাভীর অন্বেষণে চলিলেন। এই অবসরে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা দেখিবার জন্য পিতামহ ব্রহ্মা, বালক ও গাভীসকল অপহরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, গাভী ও বালকগণকে দেখিতে না পাইয়া বুঝিলেন যে, ব্রহ্মাই ইহাদিগকে হরণ করিয়াছেন। তখন তিনি নিজেকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া, বালক ও গাভীগণের যাহার যে রকম রূপ, গুণ, আকৃতি, বয়স, অবিকল সেই সেই রূপে এক অংশে প্রকাশিত হইয়া, ভগবান্ যে সর্ব্বস্বরূপ, তাহা প্রমাণ করিয়া দিলেন। এইরূপে সকলের আত্মা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই গাভীরূপ ধরিয়া এবং নিজেই রাখাল বালকরূপে তাহাদিগকে চালনা করিয়া ব্রজে প্রবেশ করিলেন। ব্রজবাসিগণ পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণকে যেরূপ স্নেহ করিত, এখন নিজ নিজ সন্তানের প্রতি তাহারা সেইরূপ স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিল। এইরূপে তিনি, এক বৎসর পর্য্যন্ত গোষ্ঠক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ব্রহ্মা আসিয়া একদিন দেখিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বের মত বালক এবং গাভীগণের সহিত খেলা করিতেছেন। তিনি আরও দেখিলেন যে, রাখাল বালক প্রভৃতি সকলেরই চারি হাত, মেঘের ন্যায় শ্যাম বর্ণ, চারি হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম রহিয়াছে। মাথায় কিরীট, কাণে কুণ্ডল, গলায় বনমালা; এক কথায় তাঁহারা সকলেই যে বিষ্ণুরূপী, এ কথা ব্রহ্মা তখন বুঝিতে পারিলেন,—তাঁহার ইন্দ্রিয়সকল স্তব্ধ হইয়া গেল, তিনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুকাল পরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মায়া সংবরণ করিলে, ব্রহ্মা বাহ্য দৃষ্টি লাভ করিয়া, দেখিতে পাইলেন যে, সম্মুখে বৃন্দাবনভূমি এবং সেইখানে পূর্ণব্রহ্ম গোপবালকের বেশ ধরিয়া, হাতে খাদ্য সামগ্রী লইয়া, সখাদিগকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। ব্রহ্মা তখন বাহন হইতে অবতরণপূর্ব্বক একখানি কনক-দণ্ডের ন্যায় নিজের দেহকে পাতিত করিয়া, চারিখানি মুকুটের অগ্রভাগ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পদতলে প্রণাম করিলেন। পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া, হাত জোড় করিয়া, তাঁহাকে নানাবিধ স্তব-স্তুতি করিলেন। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা তাঁহাকে স্তব ও তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া, নিজ ধামে গমন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ গরু-বাছুর ও রাখাল বালকগণকে লইয়া আসিলেন। বালকেরা এক বৎসরের পর বাড়ী আসিয়া সকলকে বলিল যে, শ্রীকৃষ্ণ আজ এক প্রকাণ্ড অজগর সর্প সংহার করিয়া, আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছে।



মোহ-নিবৃত্তি

ধেনুকাসুর বধ

ধেনুকাসুর বধ।

ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিলে তাঁহারা পশুপালদিগের বিশ্বাস-ভাজন হইলেন এবং সখাদিগের সহিত গোচারণ করিয়া, চরণ-স্পর্শে বৃন্দাবনভূমি পবিত্র করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একদিন তাঁহারা বালকগণের সহিত গোচারণে গিয়া নানা-প্রকার আমোদ প্রমোদ করিতেছেন, এমন সময় শ্রীদাম, সুবল ও স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি বালকেরা আসিয়া তাঁহাকে বলিল,—ওহে কৃষ্ণ, নিকটেই সুন্দর এক তাল-বনে ভাল ভাল তাল পাকিয়া রহিয়াছে। কিন্তু দুরাত্মা ধেনুক অসুর গাধার রূপ ধারণ করিয়া, জ্ঞাতিগণের সহিত সেই বন রক্ষা করিতেছে। সে মানুষ খায়। তাহার ভয়ে কেহই সেই বনে যাইতে পারে না। কিন্তু সেই সকল ফলের গন্ধ পাইয়া, তাহা খাইবার জন্য আমাদের বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে। যদি তোমার মত হয়, তবে চল, সেই বনে গমন করি। তাহাদের কথা শুনিয়া বলরাম ও কৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গাছ নাড়িয়া ফল পাড়িতে লাগিলেন। ফল পড়ার শব্দ শুনিয়াই ধেনুক অসুর দৌড়িয়া আসিয়া, বলরামের বুকে এক লাথি মারিল; বলরামও তাহার দুই পা ধরিয়া তালগাছের উপর এমন এক আছাড় মারিলেন যে, তালগাছ সহ অসুর চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। তাহা দেখিয়া অন্যান্য অসুরেরা যেমন একে একে দৌড়িয়া আসিতে লাগিল, বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণও তেমনই তাহাদের পা ধরিয়া, তালগাছের উপর আছড়াইয়া মারিতে লাগিলেন। এইরূপে তাল এবং অসুরের দেহে সেই বন ছাইয়া গেল। তাঁহারা একে একে সকল অসুর বিনাশ করিয়া, মনের আনন্দে তাল খাইয়া ফিরিয়া আসিলেন।



ধেনুকাসুর বধ

কালীয় দমন

কালীয় দমন।

কালিন্দী নদীর মধ্যে একটি হ্রদে নাগরাজ কালিয় সপরিবারে বাস করিত। ইহার বিষ এতই তীব্র ছিল যে, তাহার উত্তাপে সেই হ্রদের জল সব সময়ই ফুটিতে থাকিত। সেই জলের উপর দিয়া কোনও পক্ষী উড়িয়া গেলে, সে সেই বিষের জ্বালায় তৎক্ষণাৎ জলে পড়িয়া যাইত। এমন কি, সেই হ্রদের বিষ-মিশ্রিত জলকণা বায়ুর সংস্পর্শে যত দূর উড়িয়া যাইত, তত দূর পর্য্যন্ত কোনও প্রাণী বা বৃক্ষলতা জীবিত থাকিত না। রাখাল বালকেরা তৃষ্ণায় আকুল হইয়া, না জানিয়া এক দিন এই জল খাইয়া ফেলিল। আর কি রক্ষা আছে! অমনই সেইখানেই যে যার মরিয়া পড়িয়া রহিল। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহার অমৃত-দৃষ্টি দ্বারা সকলকে জীবিত করিলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন যে, আজই এই পাপকে এখান হইতে দূর করিতে হইবে। এই ভাবিয়া তিনি নিকটের এক কদম্ব গাছে উঠিলেন এবং কোমরে শক্ত করিয়া কাপড় বাঁধিয়া, সেই জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই হ্রদে ঝাঁপাইয়া পড়িলে অন্যান্য সর্পেরা ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং তাহাদের বিষে জলরাশি ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। নিজের গৃহ আক্রান্ত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া, কালিয় নাগ শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া মর্ম্মস্থানে দংশন করিতে লাগিল। হ্রদের তীর হইতে রাখাল বালকেরা তাহা দেখিতে পাইয়া, দুঃখ, অনুতাপ ও ভয়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। গাভী এবং বৎসগণ শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া যেন কাঁদিতে লাগিল। এই সময় ব্রজভূমিতে নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত হইতে লাগিল। সেই সকল উৎপাত দেখিয়া এবং বলরামকে সঙ্গে না লইয়া কৃষ্ণ গোচারণে গিয়াছেন, ইহা জানিতে পারিয়া, নন্দ প্রভৃতি গোপগণ ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া, যমুনা-তীরে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, তীরে বালকগণ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে এবং হ্রদের মধ্যে কৃষ্ণ নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া আছেন। তখন নন্দাদি গোপগণ শোকে মুহ্যমান হইয়া হ্রদে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে বলরাম তাঁহাদিগকে নিষেধ করিলেন; কেন না, শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন। এ দিকে শ্রীকৃষ্ণ, গোপ এবং গোপীগণের দুঃখের কথা জানিতে পারিয়া, মুহূর্ত্তমধ্যে নাগপাশ হইতে নিজকে মুক্ত করিলেন। ভগবানের শরীরের ভারে ব্যথিত হইয়া, কালিয় তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল এবং ফণা তুলিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ের ন্যায় তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে লাগিলেন এবং সেও পলায়নের সুযোগ খুঁজিয়া ঘুরিতে লাগিল। এইরূপে নাগরাজ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে শ্রীকৃষ্ণ তাহার মাথায় উঠিয়া নাচিতে লাগিলেন। সমস্ত জগৎ যাঁহার পেটের মধ্যে, সেই শ্রীকৃষ্ণের দেহ-ভারে কালিয় যখন অবসন্ন হইয়া পড়িল, তখন তাহার পত্নীগণ নিজ নিজ শিশু সন্তান লইয়া আসিয়া প্রণামপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে স্তব-স্তুতি করিয়া স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাহিল। শ্রীকৃষ্ণ তখন সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাকে সমুদ্রের মধ্যে রমণক দ্বীপে বাস করিবার জন্য আদেশ দিলেন। কালিয়ও নানাবিধ উপচারে শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিয়া, সপরিবারে সমুদ্রে প্রস্থান করিল।



কালীয় দমন।

দাবাগ্নি পান

দাবাগ্নি পান।

আর একদিন শ্রীকৃষ্ণ রাখাল-বালকদের সহিত গরু চরাইতেছেন, এমন সময় প্রলম্ব নামে এক অসুর গোপ-বালকের বেশ ধরিয়া সেখানে আসিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন, তথাপি কি উপায়ে তাহাকে বিনাশ করিবেন, তাহা স্থির করিবার জন্য তাহার সহিত খেলিতে লাগিলেন। তাঁহাদের খেলার পণ হইল এই যে, যিনি হারিবেন, তিনি বিজেতাকে কাঁধে করিয়া বহন করিবেন। এইরূপে খেলিতে খেলিতে কৃষ্ণকে আগে লইয়া বালকগণ ভাণ্ডীর-বনের নিকটে উপস্থিত হইল। অবশেষে বলরামের পক্ষে শ্রীদাম প্রভৃতি খেলায় জয়লাভ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের কাঁধে উঠিলেন এবং প্রলম্ব পরাজিত হইয়া বলরামকে বহন করিল। শ্রীকৃষ্ণের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া, দানব অতি দ্রুত-বেগে চলিতে লাগিল ;—যেখানে বলরামকে নামাইয়া দিবার কথা, সেই স্থান ছাড়াইয়া গিয়া, অসুর নিজমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক আরও বেগে যাইতে লাগিল। তখন বলরাম সেই অসুরের বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া কিছু ভীত হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ইন্দ্র যেমন পর্ব্বত-সমূহকে প্রহার করিয়াছিলেন, বলরামও সেইরূপ অসুরের মাথায় বজ্রের মত এক প্রকাণ্ড ঘুষি মারিলেন। সেই মুষ্টিপ্রহারে অসুরের মাথা ভাঙ্গিয়া গেল, মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে লাগিল ; সে ভীষণ চীৎকার করিতে করিতে ইন্দ্রের বজ্রে আহত পর্ব্বতের ন্যায় মাটিতে পড়িয়া গেল। বলরাম প্রলম্বকে নিহত করিলেন দেখিয়া, বালকেরা সাধু সাধু বলিয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিল।

প্রলম্বকে বধ করিয়া বালকগণ আবার খেলিতে আরম্ভ করিল এবং তাহাদের নিকটেই গরুসকল এক বন হইতে অন্য বনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তৃণ খাইতেছিল। হঠাৎ তাহারা দাবাগ্নির উত্তাপে চীৎকার করিতে করিতে ঈষিকা-বনে প্রবেশ করিল। এ দিকে কৃষ্ণ ও বলরাম প্রভৃতি তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া উদ্বিগ্নভাবে অনুসন্ধান করিয়াও কোন খোঁজ পাইলেন না। অনেক অনুসন্ধানের পর অবশেষে তাহাদিগকে মুঞ্জবনের মধ্যে দেখিতে পাইয়া তাঁহারা নিবৃত্ত হইলেন। এই সময় চারিদিক্ হইতে ভয়ঙ্কর দাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। বায়ুবেগে তাহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া, লেলিহান জিহ্বা বিস্তার পূর্ব্বক বনরাজি দগ্ধ করিতে লাগিল। সেই ভীষণ অগ্নি চারিদিক্ হইতে ক্রমশই নিকটে আসিতেছে দেখিয়া, বালকগণ কাতরভাবে শ্রীকৃষ্ণকে বলিল,—হে কৃষ্ণ ! আমরা তোমার শরণাগত হইলাম ; এই ভয়ঙ্কর অগ্নি হইতে তুমি আমাদিগকে উদ্ধার কর। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুগণের কাতর বাক্য শুনিয়া তাহাদিগকে বলিলেন,—তোমাদের কোনও ভয় নাই। তোমরা কিছুকাল চক্ষু বুজিয়া থাক। তাহারা চক্ষু বুজিলে যোগেশ্বর হরি সেই দাবাগ্নি পান করিয়া তাহাদিগকে বিপদ্ হইতে মুক্ত করিলেন। বালকগণ চক্ষু মেলিয়া দেখিল যে, তাহারা সকলেই ভাণ্ডীর-বনের নিকটে আসিয়া দাবাগ্নি হইতে মুক্ত হইয়াছে। তাহারা কৃষ্ণের যোগৈশ্বর্য্য দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল এবং তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মনে করিতে লাগিল।



দাবাগ্নি পান

কাত্যায়নী ব্রত

কাত্যায়নী ব্রত।

কিছু দিন পরে সুমধুর শরৎকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। বনের জল স্বচ্ছ হইল। পদ্মফুলের সুন্দর গন্ধ লইয়া চতুর্দ্দিকে বায়ু বহিতে লাগিল। উন্মত্ত ভ্রমর এবং পক্ষিগণ কুসুমিত বৃক্ষে বসিয়া মধুর ধ্বনি করিতেছিল। সেই ধ্বনি নদী, সরোবর ও পর্ব্বতে প্রতি-ধ্বনিত হইতে লাগিল। এমন সময় সখাদিগের সহিত বনে গরু চরাইতে চরাইতে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সেই বেণুগান শুনিয়া, ব্রজকুমারীগণ বিমুগ্ধচিত্তে নিজ নিজ সখীগণের নিকট কৃষ্ণের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে যে সকল লীলা করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিতে করিতে কুমারীগণ একেবারে তন্ময় হইয়া গেল। ক্রমে হেমন্তকাল আসিল। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমে হবিষ্যান্ন আহার করিয়া, ব্রজকুমারীগণ কাত্যায়নীর ব্রত আরম্ভ করিল। তাহারা অরুণোদয়কালে কালিন্দীর জলে স্নান করিয়া, তাহার তীরে বালুকার প্রতিমা নির্ম্মাণপূর্ব্বক পূজা করিতে লাগিল। ধূপ, দীপ, সুগন্ধি মাল্য, নৈবেদ্য প্রভৃতি উপচার দ্বারা তাহারা দেবীর অর্চ্চনা করিয়া, প্রার্থনা করিল,—হে কাত্যায়নি, হে মহাযোগিনি! আমরা তোমাকে নমস্কার করিতেছি। শ্রীকৃষ্ণকে তুমি আমাদের পতি করিয়া দাও। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়া, তাহারা এইরূপে এক মাস যাবৎ ব্রতের অনুষ্ঠান করিল। তাহারা অতি প্রত্যুষে উঠিয়া, পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া, উচ্চস্বরে কৃষ্ণ-গুণ গান করিতে করিতে কালিন্দীর জলে স্নান করিতে যাইত।



কাত্যায়নী ব্রত

বস্ত্রহরণ

একদিন তাহারা নদীর তীরে কাপড় রাখিয়া, কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে স্নান করিতেছে, এমন সময় বয়স্যগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ সেইখানে আসিয়া তাহাদের বস্ত্র অপহরণ করিলেন। তিনি কদম্বগাছে উঠিয়া, পরিহাস করিতে করিতে তাহাদিগকে বলিলেন,—ওহে অবলাসকল! তোমরা এইখানে আসিয়া নিজ নিজ কাপড় লইয়া যাও। তোমরা ব্রত আচরণ করিয়া অতিশয় কৃশ হইয়াছ; সুতরাং তোমাদিগকে পরিহাস করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি মিথ্যা কথা বলি না, তাহা এই বালকেরা জানে। অতএব তোমরা একে একে বা সকলে এক সঙ্গে, যেরূপে ইচ্ছা, এখানে আসিয়া কাপড় লইয়া যাও। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ পরিহাস শুনিয়া, কুমারীগণ প্রেমে বিহ্বল ও লজ্জিত হইয়া পরস্পর দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক হাসিতে লাগিল; কিন্তু জল হইতে উপরে উঠিল না। তাহারা আকণ্ঠ জলে নিমগ্ন থাকিয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—ওহে কৃষ্ণ! তুমি নন্দ-গোপের পুত্র এবং সকলের প্রিয় ও ভদ্র বলিয়া আমরা তোমাকে জানি। তুমি এরূপ অন্যায় করিও না। আমরা শীতে কাঁপিতেছি। হে শ্যামসুন্দর! আমরা তোমার দাসী; তুমি যাহা বলিবে, আমরা তাহা করিব। আমাদের কাপড় দাও। নতুবা আমরা এই কথা রাজাকে বলিয়া দিব। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—তোমরা যদি আমার দাসী হও এবং আমার কথামত যদি তোমরা কাজ কর, তবে এইখানে আসিয়া নিজ নিজ কাপড় লইয়া যাও। নতুবা আমি কাপড় দিব না। বৃদ্ধ রাজা আমার কি করিবে? কুমারীগণ জলের মধ্যে শীতে কাঁপিতেছিল। তখন অগত্যা তাহারা হস্ত দ্বারা অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া উপরে উঠিল। শ্রীকৃষ্ণ তখন বলিলেন,—তোমরা বিবস্ত্র ভাবে জলে অবগাহন করিয়া দেবতাকে অবহেলা করিয়াছ। সেই পাপ দূর করিবার জন্য হাতজোড় করিয়া প্রণাম কর। এই কথা শুনিয়া তাহারা দুই হাত তুলিয়া কৃষ্ণকে প্রণাম করিলে, তিনি তাহাদিগকে বস্ত্র প্রত্যর্পণ করিলেন। কুমারীগণ বস্ত্র পরিধান করিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল; প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া তাহাদের যাইতে ইচ্ছা হইল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন,—হে সাধ্বীসকল! আমি বুঝিয়াছি, আমাকে অর্চ্চনা করাই তোমাদের মনের বাসনা। তোমাদের বাসনা সিদ্ধ হইয়াছে; তোমরা ব্রজে যাও। আগামী শরৎ রাত্রিতে আবার আমার সহিত মিলিত হইবে।



বস্ত্রহরণ

নিবেদন

নিবেদন।

ব্রজকুমারীগণকে বিদায় দিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও বালকগণের সহিত গোচারণ করিতে করিতে বৃন্দাবন হইতে কিছু দূরে গমন করিলেন। এইখানে তিনি দেখিলেন, প্রখর রৌদ্রে তরুসকল দাঁড়াইয়া ছত্রের ন্যায় ছায়া দান করিতেছে। তখন বন্ধুগণের নিকট তিনি সেই সকল বৃক্ষের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ বেলা অধিক হইলে বালকগণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা জানাইল। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ স্বর্গ কামনা করিয়া নিকটেই আঙ্গিরস যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন। তোমরা সেইখানে গিয়া আমার নাম করিয়া অন্ন প্রার্থনা কর। এই কথা শুনিয়া বালকগণ সেই যজ্ঞক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করিল এবং ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিয়া বলিল,—হে ভূদেবসকল! আমরা শ্রীকৃষ্ণের অনুচর এবং জাতিতে গোয়ালা। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম গোচারণ করিতে আসিয়া ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়াছেন। আপনাদের যদি শ্রদ্ধা হয়, তবে তাঁহাদিগকে অন্ন দান করুন। বালকগণ এইরূপে অন্ন প্রার্থনা করিল; কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তাহা শুনিয়াও শুনিলেন না। তখন নিরাশ ভাবে তাহারা ফিরিয়া আসিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে সকল কথা জানাইল। শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন,—তোমরা পুনরায় গিয়া ব্রাহ্মণ-পত্নীগণের নিকট আমার কথা বল; তাহা হইলেই তাঁহারা অন্ন দিবেন। তখন বালকগণ ব্রাহ্মণপত্নীগণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—হে বিপ্রপত্নীসকল! আপনাদিগকে নমস্কার করি। এই স্থানের অতি নিকটে ক্ষুধায় কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করিতেছেন। আপনারা তাঁহার এবং তাঁহার অনুচরগণের জন্য অন্ন দান করুন। ব্রাহ্মণপত্নীগণ পূর্ব্বেই কৃষ্ণকথায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এখন তিনি আসিয়াছেন শুনিতে পাইয়া, নদী যেমন সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, নানাবিধ অন্ন লইয়া তাঁহারা সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিকট দৌড়িয়া চলিলেন। স্ত্রীগণ দেখিলেন,—অশোক ও নব পল্লবে বিভূষিত যমুনার উপবনে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও বালকগণের সহিত বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার গলায় বনমালা, পরিধানে পীতবসন, ডান হাতে তিনি একটি পদ্ম ঘুরাইতেছেন এবং বাম হাত অনুচরের কাঁধে রাখিয়াছেন। তখন তাঁহারা চক্ষুরন্ধ্র দ্বারা অন্তরে প্রবেশ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক সন্তাপ ত্যাগ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন হাসিতে হাসিতে তাঁহাদিগকে বলিলেন,—আপনাদের আসিতে কোন কষ্ট হয় নাই ত? এইখানে আপনারা বসুন। আমাকে কি করিতে হইবে, আদেশ করুন। আমাদিগকে দেখিবার জন্য আপনারা আসিয়াছেন, ইহা অতি উত্তম হইয়াছে। এখন আপনারা ঘরে ফিরিয়া যান, ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে লইয়া তাঁহাদের যজ্ঞ সমাপ্ত করিবেন। স্ত্রীগণ এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণের নিকট থাকিবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে নানা রকমে বুঝাইয়া গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। একজন স্ত্রীলোককে আসিবার সময় তাঁহার স্বামী ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে ভগবানের রূপ চিন্তা করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। এ দিকে শ্রীকৃষ্ণ সখাদিগের সহিত নানাবিধ অন্ন ভোজন করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।



নিবেদন

গোবৰ্দ্ধন ধাৰণ

গোবর্দ্ধন ধারণ।

কিছু দিন পরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপদিগকে ইন্দ্র-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে দেখিলেন। যদিও তিনি সমস্তই জানেন, তথাপি নন্দ প্রভৃতি বৃদ্ধ গোপদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নন্দ বলিলেন,—বর্ষা ঋতুই ভগবান্ ইন্দ্র এবং মেঘসকল তাঁহার প্রিয়মূর্ত্তি। তাহারা জল বর্ষণ করিলে জীবগণ প্রাণধারণ করিতে পারে। সেই জন্য অন্যান্য সকলে এবং আমরাও সেই মেঘপতির উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়া থাকি। পুরুষপরম্পরাক্রমে আমাদের এই ধর্ম্ম চলিয়া আসিতেছে। যে ইহার অন্যথা করে, তাহার কখন মঙ্গল হয় না। শ্রীকৃষ্ণ তখন নন্দকে বলিলেন,—জীবসকল কর্ম্মবশতই জন্মে এবং কর্ম্মবশতই লয়প্রাপ্ত হয়। সুখ, দুঃখ, ভয়, মঙ্গল, সমস্তই কর্ম্মানুসারে হইয়া থাকে। ঈশ্বর বলিয়া যদি কেহ থাকেন, তিনিও কর্ত্তার বশীভূত। কেন না, যে কর্ম্ম করে না, তিনি তাহাকে ফল দিতে পারেন না। অতএব জীবগণ যখন নিজ নিজ কর্ম্মেরই বশীভূত, তখন ইন্দ্রের আর প্রয়োজন কি?—মনুষ্যের ভাগ্যে যাহা আছে, তিনি তাহার অন্যথা করিতে পারেন না। রজোগুণে চালিত হইয়া মেঘসকল জল বর্ষণ করে, প্রজাগণ সেই জলে জীবনধারণ করিয়া থাকে। ইহাতে ইন্দ্রের কি ক্ষমতা আছে? অতএব ইন্দ্রযজ্ঞের জন্য যে সকল উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা দ্বারা গো, ব্রাহ্মণ এবং পর্ব্বত, এই সকলের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ আরম্ভ করুন। কালরূপী ভগবান্ ইন্দ্রের দর্প নাশ করিবার জন্য এই কথা বলিলে নন্দ প্রভৃতি বৃদ্ধেরা 'সাধু সাধু' বলিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের আদেশে গো, ব্রাহ্মণ এবং পর্ব্বতের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া, গোধন সহ গিরি প্রদক্ষিণ করিলেন।

এ দিকে নিজের পূজাভঙ্গ হইয়াছে জানিতে পারিয়া, ইন্দ্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার আদেশে মেঘগণ গোকুলে জলবর্ষণ করিতে লাগিল,—বিদ্যুৎ, বজ্র ও শিলাবৃষ্টিতে নন্দগোকুল অতিশয় পীড়িত হইল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বেই জানিয়াছিলেন যে, পূজাভঙ্গ হওয়ায় কুপিত হইয়া ইন্দ্রই এইরূপ উৎপাত করিতেছেন। তখন তিনি ব্রজবাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বালকে যেরূপ ছত্র ধারণ করে, এক হাত দিয়া অবলীলাক্রমে সেইরূপ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত তুলিয়া ধরিলেন এবং পিতা, মাতা ও ব্রজবাসীদিগকে বলিলেন,—আপনারা অনায়াসে গোধনের সহিত এই গিরিগর্ভে প্রবেশ করুন। আমার হাত হইতে এই পর্ব্বত পড়িয়া যাইবে, আপনারা এরূপ আশঙ্কা করিবেন না। বায়ু এবং বৃষ্টির কোনই ভয় নাই। কৃষ্ণের আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া তাঁহারা সকলে গিরিগর্ভে প্রবেশ করিলে তিনি সাত দিন যাবৎ ক্ষুধা-তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া, সেই পর্ব্বত ধরিয়া রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ ক্ষমতা দর্শনে ইন্দ্র বিস্মিত হইয়া, মেঘগণকে নিবারণ করিলেন। বায়ু ও বৃষ্টি থামিয়া গেলে, সূর্য্যের উদয় হইল। তখন কৃষ্ণের আদেশে ব্রজবাসীরা গিরিগর্ভ হইতে বাহির হইলে তিনি পর্ব্বতটিকে যথাস্থানে স্থাপিত করিলেন। ব্রজবাসীরা প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন, আশীর্ব্বাদ ও পূজা করিল। সিদ্ধচারণগণ তুষ্ট হইয়া পুষ্পমাল্য-বর্ষণ ও স্তব করিতে লাগিল। ইন্দ্র ও সুরভি আসিয়া তাঁহাকে অনেক স্তব করিলেন।



গোবর্দ্ধন ধারণ

রাসলীলা

রাসলীলা।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে রাত্রিতে ব্রজকুমারীগণের সহিত মিলিত হইবেন বলিয়াছিলেন, শরৎকালের প্রফুল্ল মল্লিকা-ফুলের ন্যায় সেই রাত্রি সমাগত হইয়াছে দেখিয়া, যোগমায়াকে আশ্রয়পূর্ব্বক তিনি বিহার করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন চন্দ্র উদিত হইয়া, তাঁহার কিরণজালে পূর্ব্বদিক্ শোভিত করিলেন এবং বনভূমিও তাঁহার কোমল কিরণে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কামিনীগণের মনোহারী গান গায়িতে লাগিলেন। ব্রজ-কামিনীরা সেই গান শুনিয়া, যে যেখানে ছিল, সকলেই কৃষ্ণের নিকট দৌড়িয়া চলিল। কেহ দুধ জাল দিতে, কেহ অন্ন পরিবেষণ, কেহ বা আহার করিতে বসিয়াছিল; এইরূপে যে যেখানে যে কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, সে তাহা পরিত্যাগ করিয়া, কৃষ্ণের উদ্দেশে ধাবিত হইল। গোপীগণ কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বাক্চাতুরীতে মোহিত করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন,—হে মহাভাগা-সকল! তোমরা সুখে আসিয়াছ ত? ব্রজের সকলে ত ভাল আছে? তোমরা কি জন্য এই ঘোর রজনীতে এখানে আসিয়াছ? এই রাত্রিতে ভয়ঙ্কর জন্তু-সকল বনে বিচরণ করিতেছে; অতএব তোমরা ব্রজে ফিরিয়া যাও; এখানে কোন মতেই তোমাদের থাকা উচিত নয়। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ অপ্রিয় কথা শুনিয়া ভগ্নমনোরথ, বিষণ্ণ এবং অতিশয় চিন্তায় নিমগ্ন হইল। শোকে তাহাদের ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল এবং দুঃখভারে মাথা নীচু করিয়া, পা দিয়া মাটিতে অঙ্কপাত করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে তাহারা চক্ষু মুছিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল,—হে বিভো! আপনি এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য আর বলিবেন না। আমরা সমস্ত ত্যাগ করিয়া, আপনার চরণে আশ্রয় লইয়াছি; আপনি আমাদিগকে ত্যাগ করিবেন না। পদ্মলোচন! আমরা অনেক দিন হইতে যে আশা পোষণ করিতেছি, তাহা তুমি ছিন্ন করিও না। আমাদের চিত্ত এত দিন গৃহে আসক্ত ছিল, তুমি তাহা হরণ করিয়াছ। আমাদের হাতও এত দিন গৃহকর্ম্মে রত ছিল, তাহাও তুমি হরণ করিয়াছ। আমাদের পা তোমার পাদমূল ছাড়িয়া এক পাও যাইতে চা'য় না; সুতরাং আমরা কি করিয়া ব্রজে যাইব এবং গিয়া করিবই বা কি? শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের এইরূপ আরও অনেক কাতর অনুনয়-বাক্য শুনিয়া সদয় অন্তঃকরণে তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের হাস্য এবং দন্তপঙ্ক্তি হইতে কুন্দকুসুমের আভা বাহির হইতে লাগিল। তিনি উৎফুল্লমুখী গোপীগণে বেষ্টিত হইয়া, নক্ষত্রগণে পরিবৃত চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। গলায় বৈজয়ন্তী মালা ধারণপূর্ব্বক কখন গোপীগণের গান শুনিয়া, কখন নিজে গান গায়িয়া, শ্রীকৃষ্ণ বনভূমি শোভিত করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কুমুদগন্ধে আমোদিত বায়ু সেবন করিতে করিতে কালিন্দীর শীতল বালুকাময় পুলিনে তিনি গোপীগণের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে এইরূপ সমাদর লাভ করিয়া গোপীগণ আপনাদিগকে পৃথিবীর সমস্ত স্ত্রীলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠজ্ঞান করিতে লাগিল। তখন তাহাদের সেই সৌভাগ্যের গর্ব্ব এবং অভিমান দেখিয়া, তাহা দূর করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন।



রাসলীলা

অন্বেষণ

অন্বেষণ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সহসা অন্তর্ধান করিলে, তাঁহাকে না দেখিয়া, ব্রজাঙ্গনাগণ অতিশয় কাতর হইল। শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিয়া গোপীগণের চিত্ত একেবারে কৃষ্ণময় হইয়া গিয়াছিল। এখন তাহারা একে একে কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করিতে লাগিল। কেহ বলিল—আমিই কৃষ্ণ। কেহ কেহ বা তরুগণের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—ওহে অশ্বত্থ! কৃষ্ণ আমাদের মন চুরি করিয়া কোথায় পলাইয়াছে, বলিতে পার? কল্যাণী তুলসি! তুমি গোবিন্দের অতিশয় প্রিয়। তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ? এইরূপে প্রত্যেক বৃক্ষের নিকট তাহারা কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কেহ বা পূতনা হইল, অপর কেহ কৃষ্ণ হইয়া তাহার স্তন পান করিতে লাগিল। একজন শকটরূপ ধারণ করিলে, অন্য একজন কৃষ্ণ হইয়া তাহাকে পদাঘাত করিল। দুইজনে কৃষ্ণ ও বলরাম এবং অন্যান্য অনেকে গোপবালকের রূপ ধরিয়া, এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের লীলাসকলের অনুকরণ করিতে লাগিল। গোপীগণ পুনরায় বৃন্দাবনের তরু-লতার নিকট শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সহসা মাটিতে তাঁহার পদচিহ্ন দেখিতে পাইল। তাহারা সেই পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিল যে, কৃষ্ণের পদচিহ্নের সহিত কোনও স্ত্রীলোকের পদচিহ্ন মিশ্রিত রহিয়াছে। তখন তাহারা কাতরভাবে পরস্পর বলিতে লাগিল,—এই পদচিহ্নসকল কোন্ স্ত্রীলোকের? এ নিশ্চয়ই ভগবান্ হরিকে আরাধনা করিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছে; যেহেতু তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, ইহাকে নির্জ্জনে লইয়া আসিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই সকল পদরেণু অতিশয় পবিত্র। ব্রহ্মা, মহেশ্বর এবং লক্ষ্মীদেবী পাপ দূর করিবার জন্য ইহা মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন। কামিনীর এই পদচিহ্নসকল আমাদিগকে অতিশয় ক্ষুব্ধ করিতেছে। এইখানে স্ত্রীলোকের পদচিহ্ন আর দেখা যায় না। ইহাতে বোধ হয়, তৃণাঙ্কুরে প্রেয়সীর পদতলে ক্ষত হওয়ায় কৃষ্ণ তাহাকে কাঁধে বহিয়া লইয়াছেন। দেখ দেখ, প্রেয়সীকে কাঁধে বহিয়া কৃষ্ণ ভারাক্রান্ত হওয়ায় এইখানে তাঁহার পা অধিক নিমগ্ন হইয়াছে। গোপীগণ এইরূপ পদচিহ্ন দেখিয়া, বিচেতন ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এ দিকে সকল গোপীকে পরিত্যাগ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ একাকী যাহাকে বনমধ্যে লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি আপনাকে অতিশয় শ্রেষ্ঠজ্ঞান করিয়া কৃষ্ণকে বলিলেন,—আমি আর চলিতে পারিতেছি না; তুমি আমাকে বহিয়া লইয়া চল। এই বলিয়া কৃষ্ণের কথামত যেই তিনি তাঁহার কাঁধে উঠিতে যাইবেন, অমনি শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন। তখন সেই গোপী "হা নাথ! হা কৃষ্ণ!" বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। ওদিকে অন্যান্য গোপীগণ কৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিল যে, নিকটেই তাহাদের সখী, প্রিয়বিচ্ছেদে কাতর হইয়া রোদন করিতেছে। তাহার নিকট শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া তাহারা বিস্মিত হইল। বনের মধ্যে যতক্ষণ জ্যোৎস্না ছিল, ততক্ষণ তাহারা কৃষ্ণের খোঁজ করিল। পরে অন্ধকার হইলে তাহারা সকলে কালিন্দীর উপকূলে আসিয়া এবং কৃষ্ণের আগমন অভিলাষ করিয়া তাঁহার ... করিতে লাগিল।



অন্বেষণ

শাস্তি

প্রাপ্তি।

গোপীগণ কৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য গান ও নানাবিধ বিলাপ করিয়া ক্রন্দন করিতেছে, এই সময় হাসিতে হাসিতে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রিয়তম আসিয়াছেন দেখিয়া তাহাদের নয়ন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। দেহে প্রাণ ফিরিয়া আসিলে লোকে যেমন উঠিয়া বসে, সেইরূপ তাহারা সকলেই একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল। কেহ দুই হাত দিয়া কৃষ্ণের হাত ধরিল, কেহ তাঁহার চন্দনভূষিত বাহু নিজের কাঁধের উপর রাখিল, কোন গোপী তাঁহার চর্ব্বিত তাম্বুল দুই হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল, কোন কামিনী অনিমেষ নয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—এইরূপে কৃষ্ণকে লাভ করিয়া গোপীগণের বিরহতাপ বিদূরিত হইল। ভগবান্ অচ্যুত তখন গোপীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, শক্তিগণে পরিবৃত পুরুষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। কৃষ্ণ তখন তাহাদিগকে লইয়া কালিন্দীর পুলিনে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এইরূপে গোপীগণের কামনা পূর্ণ হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছিলেন বলিয়া, তাহারা তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন,—সখীসকল! গরীব লোক ধন পাইয়া, তাহা হারাইয়া ফেলিলে যেমন সেই ধনের চিন্তায়ই সে তন্ময় হইয়া যায়, সেইরূপ আমিও তোমাদের নিকট হইতে চলিয়া গেলে, তোমরা নিরন্তর আমাকেই চিন্তা করিবে, এই জন্যই আমি পলাইয়াছিলাম। আমি অন্তর্হিত থাকিয়া তোমাদেরই ভজনা করিয়াছি, অতএব আমাকে দোষ দিও না। গোপীগণ ভগবানের এই কথা শুনিয়া বিরহজনিত তাপ বিদূরিত করিল। তখন তাহারা পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া মণ্ডলাকারে বিভক্ত হইলে গোবিন্দ তাহাদের দুই দুই জনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাসক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। এই সময় দেবগণের শত শত বিমানে আকাশ ছাইয়া গেল; দুন্দুভি বাজিতে লাগিল; আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্ব-পতিরা শ্রীকৃষ্ণের অমল যশোগান করিতে লাগিলেন। রাসমণ্ডলে প্রিয়তমের সহিত মিলিত সুন্দরীগণের নূপুর, বলয় ও কিঙ্কিণীর তুমুল ধ্বনি উত্থিত হইল। সুন্দরীগণে পরিবৃত হইয়া ভগবান্ দেবকীনন্দন, হৈম মণিমণ্ডিত মহামরকতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এইরূপে অনেকক্ষণ ক্রীড়ার পর যখন সকলে শ্রান্ত হইয়া পড়িল, তখন গোপীদিগকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ জলে অবগাহন করিলেন এবং জলক্রীড়া সমাধান হইলে তিনি উপবনে বিহার করিতে লাগিলেন। পরে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে বাসুদেবের আজ্ঞায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও গোপীগণ নিজ নিজ গৃহে গমন করিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে শরৎকালীন চন্দ্রের কিরণে উদ্ভাসিত প্রত্যেক নিশায় গোপীগণের সহিত বিহার করিয়াছিলেন।



প্রাপ্তি

উদ্ধার

উদ্ধার।

একদিন দেবযাত্রা উপলক্ষ্যে গোপগণ কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া অম্বিকার বনে গমন করিল। সেইখানে সরস্বতী নদীর জলে স্নান করিয়া, নানাবিধ উপকরণে পশুপতি ও অম্বিকার পূজা সমাপনান্তে 'দেবতা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন,' এই কামনা করিয়া, সকলে ব্রাহ্মণদিগকে গাভী, স্বর্ণ ও বস্ত্র দান করিতে লাগিল। নন্দ প্রভৃতি গোপগণ কেবলমাত্র জল পান করিয়া রাত্রিকালে সেই সরস্বতীর তীরেই বাস করিলেন। নন্দ, বনের মধ্যে শুইয়া আছেন, এমন সময় প্রকাণ্ড এক অজগর সাপ আসিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিল। সাপের কবলে পড়িয়া নন্দ উচ্চস্বরে কৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার চীৎকার শ্রবণে গোপগণ আসিয়া প্রজ্বলিত কাষ্ঠ দ্বারা অজগরকে পোড়াইতে লাগিল; কিন্তু সে কিছুতেই নন্দকে ছাড়িল না। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাহাকে পদদ্বারা স্পর্শ করিলেন—অমনই সেই অজগর সর্প-দেহ ত্যাগ করিয়া, সুন্দর এক বিদ্যাধরমূর্ত্তি ধারণ করিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্নে তখন সে বলিতে লাগিল,—আমি পূর্ব্বজন্মে সুদর্শন নামে গন্ধর্ব্ব ছিলাম। রূপগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া কদাকার অঙ্গিরা ঋষিদিগকে উপহাস করায় তাঁহাদের অভিশাপে আমার এই দশা হইয়াছিল। হে মহাপুরুষ! সেই ঋষিদিগের অনুগ্রহেই আজ আপনার চরণ-স্পর্শ লাভ করিলাম। এইরূপে কৃষ্ণকে স্তব, নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করিয়া সে স্বর্গে চলিয়া গেল। নন্দও সর্পের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ব্রজে চলিয়া আসিলেন।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ, শঙ্খচূড় ও বৃষভাসুরকে বিনাশ করিলে, একদিন দেবদর্শন নারদ মুনি আসিয়া কংসকে বলিয়া দিলেন,—দেবকীর যে কন্যা হইয়াছিল, সে বস্তুতঃ যশোদার কন্যা। রোহিণীতনয় বলরাম ও কৃষ্ণই দেবকীর পুত্র। তোমার ভয়ে বসুদেব তাহাদিগকে নন্দের নিকট লুকাইয়া রাখিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত তোমার যে সকল অনুচর নিহত হইয়াছে, বলরাম ও কৃষ্ণই তাহাদিগকে সংহার করিয়াছে। নারদের মুখে এই কথা শুনিয়া, বসুদেবকে সংহার করিবার জন্য কংস তরবারি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু নারদ তাহাকে নিবৃত্ত করিলে, সে লৌহশৃঙ্খলে দেবকী ও বসুদেবকে আবদ্ধ করিয়া, কারাগারে নিক্ষেপ করিল এবং কৃষ্ণ ও বলরামকে বিনাশ করিবার জন্য কেশী অসুরকে আদেশ করিল। এ দিকে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য চানূর ও মুষ্টিক প্রভৃতি মল্লদিগকে এবং কুবলয়াপীড় নামে হাতীকে দ্বারদেশে সংস্থাপিত করিয়া, কংস ধনুর্যজ্ঞ আরম্ভ এবং মঞ্চ নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দিল। এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া, কংস ধনুর্যজ্ঞে বলরাম ও কৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবার জন্য সমস্ত বৃত্তান্ত কহিয়া অক্রূরকে ব্রজে পাঠাইয়া দিল। এ দিকে কেশী অসুর অশ্বমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক কৃষ্ণকে সংহার করিতে আসিয়া নিজেই বিনাশ প্রাপ্ত হইল।



উদ্ধার

মথুরাযাত্রা

শ্রীমতি অক্রূর সেই রাত্রি মথুরায় বাস করিয়া, পরদিন প্রাতঃকালে রথে উঠিয়া নন্দ-গোকুলে যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে যাইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার ভক্তি উপস্থিত হইল এবং তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আমি এমন কি পুণ্য বা তপস্যা করিয়াছি যে, আজ ভগবান্ কেশবের দর্শন লাভ করিব? উত্তমশ্লোকের দর্শন লাভ করা আমার পক্ষে যথার্থই দুর্ল্লভ। অথবা আমি এরূপ কেন মনে করিতেছি? কাল-নদীতে যাহারা ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের মধ্যে কখন কখন কেহ উত্তীর্ণ হইয়া থাকে আমি অধম হইলেও সেইরূপে কৃষ্ণের দর্শন লাভ করিব এবং আমার সমস্ত অমঙ্গল বিদূরিত হইয়া, জন্ম সফল হইবে। শ্বফল্কের পুত্র অক্রূর সমস্ত দিন পথে এইরূপ বহুবিধ চিন্তা করিতে করিতে সূর্য্যাস্তের সময় গোকুলে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, নীল ও পীত বস্ত্র পরিধান করিয়া বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ গোদোহনের স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন। অক্রূর শীঘ্র রথ হইতে নামিয়া, স্নেহবিহ্বল চিত্তে রামকৃষ্ণের চরণে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যথাবিধানে মধুপর্ক দান করিয়া, পরম শ্রদ্ধার সহিত ভোজন করাইলেন এবং মুখবাস ও গন্ধমাল্য দান করিয়া পরম প্রীত করিলেন। তখন ভগবান্ অক্রূরকে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নারদের আগমন হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য যে সকল উপায় স্থির করা হইয়াছে, সমস্তই বিবৃত করিলেন। বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ তাহা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে নন্দকে কংসের আদেশ জ্ঞাপন করিলে, তিনি দধি দুগ্ধ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া, সকলকেই উৎসব দর্শন করিতে মথুরায় যাইতে হইবে বলিয়া অনুজ্ঞা করিলেন। এ দিকে বলরাম ও কৃষ্ণ মথুরায় যাইবেন, এই কথা শুনিয়া গোপীগণ অতিশয় ব্যথিত হইল। তাহারা কৃষ্ণের বিরহের আশঙ্কায় কাতর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল,—ওরে বিধাতা! তুমি যথার্থই একেবারে নির্দ্দয়। প্রাণীদিগকে প্রণয়সূত্রে বাঁধিয়া, তাহাদের বাসনা চরিতার্থ হইতে-না হইতেই তুমি তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া দাও। তোমার এই সবকার্য্য নিতান্তই বালকের ন্যায়। তুমি আমাদিগকে যে চক্ষু দান করিয়াছ, তাহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক অঙ্গে আমরা তোমার সৃষ্টির সৌন্দর্য্য দর্শন করিতাম। এখন ক্রূর তুমি, অক্রূর নাম ধারণ করিয়া, আমাদের সেই চক্ষু হরণকরিতেছ। গোপীগণ এইরূপে কাঁদিতে থাকিলে অক্রূর সে দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না। তিনি সূর্য্য উদিত হইলে সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাধা করিয়া, বলরাম ও কৃষ্ণের সহিত রথ চালাইয়া দিলেন। দধি দুগ্ধ প্রভৃতি উপঢৌকন লইয়া নন্দাদি গোপগণ তাঁহার পাছে পাছে গরুর গাড়ীতে উঠিয়া যাইতে লাগিলেন। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের রথের পিছনে পিছনে কিছু দূর গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে অতিশয় সন্তপ্ত দেখিয়া, "আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব" এইরূপ সপ্রেম বাক্যে তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন। যত ক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের রথের ধূলা এবং পতাকা দেখা যাইতেছিল, ততক্ষণ গোপীরা পুতুলের ন্যায় দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতে লাগিল। পরে নিরাশ ভাবে গৃহে ফিরিয়া, কৃষ্ণের চরিত্র গান



মথুরাযাত্রা

অদ্ভুত-দর্শন

অদ্ভুত-দর্শন।

এ দিকে শ্রীকৃষ্ণও বলরাম ও অক্রূরের সহিত রথে চড়িয়া শীঘ্রই কালিন্দীর তীরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহারা যমুনার জলে মুখ ধুইয়া এবং তরুগণকে আমন্ত্রণ করিয়া, পুনরায় বলরামের সহিত রথে আরোহণ করিলেন। অক্রূর তাঁহাদিগকে রথে রাখিয়া নদীতে স্নান করিতে করিতে দেখেন যে, সেই জলের মধ্যে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ রহিয়াছেন। তখন তাঁহার মনে হইল, বলরাম ও কৃষ্ণ ত রথের উপর রহিয়াছেন। তাঁহারা এখানে আসিলেন কি করিয়া? তবে কি তাঁহারা রথের উপর নাই? এই ভাবিয়া তিনি উঠিয়া দেখিলেন যে, তাঁহারা রথের উপরই বসিয়া আছেন। তবে আমি জলের মধ্যে তাঁহাদিগকে দেখিলাম—ইহা কি মিথ্যা? এই ভাবিয়া তিনি পুনরায় জলে ডুব দিয়া দেখেন যে, ভগবান্ অনন্ত সেইখানে রহিয়াছেন। তাঁহার সহস্র ফণা, পরিধানে নীল বসন; সিদ্ধ ও অসুরগণ মস্তক নত করিয়া তাঁহার স্তব করিতেছেন। অনন্তের ক্রোড়ে এক মহাপুরুষ;—তাঁহার চারি হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম; বর্ণ শ্যাম, তিনি পীত বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন। তাঁহার নয়ন পদ্ম-পত্রের ন্যায় আরক্ত; গলায় বনমালা, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস-চিহ্ন ও কৌস্তুভমণি। জলের মধ্যে এইরূপে নারায়ণ-মূর্ত্তি দেখিয়া অক্রূরের মন ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া গেল;—তিনি গদ্ গদ কণ্ঠে জোড়হাত করিয়া, তাঁহাকে নানাবিধ স্তব ও প্রণাম করিলেন। কিছু কাল পরে নারায়ণ সেই মূর্ত্তি সংহার করিলে, অক্রূর আবশ্যক কার্য্য সমাধা করিয়া, বিস্মিত হৃদয়ে রথে ফিরিয়া আসিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কি এখানে কোনও অদ্ভুত বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? আপনাকে দেখিয়া সেইরূপই বোধ হইতেছে। অক্রূর বলিলেন,—প্রভো! ভূমি, জল বা আকাশে যে সকল বস্তু আছে, তাহা সমস্তই আপনাতে বর্ত্তমান। আমি যখন আপনাকে দেখিয়াছি, তখন আমার সমস্তই দেখা হইয়াছে। অক্রূর এই কথা বলিয়া রথ চালাইয়া দিলেন এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে লইয়া মথুরায় উপস্থিত হইলেন। নন্দ প্রভৃতি গোপ-গণ আগেই আসিয়া কৃষ্ণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া অক্রূরকে বলিলেন,—তাত! আপনি রথ লইয়া গৃহে যান। আমরা এইখানে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া নগরে প্রবেশ করিব। অক্রূর তখন বিমনস্কভাবে মথুরায় প্রবেশ করিয়া, কংসের নিকট কৃষ্ণের আগমন-সংবাদ জ্ঞাপনান্তে গৃহে প্রস্থান করিলেন।



অদ্ভুত দর্শন

Lakshmibilas Press.

কুব্জা ও শ্রীকৃষ্ণ

কুব্জা ও শ্রীকৃষ্ণ।

অনন্তর ভগবান্ কৃষ্ণ বলরামের সহিত গোপগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অপরাহ্ণ কালে মথুরায় প্রবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন, সেই পুরীর গোপুরদ্বার স্ফটিকে নির্ম্মিত এবং অতিশয় উচ্চ। তোরণের কপাট খুব বড় এবং সোনা দিয়া তৈরি। চতুর্দ্দিকে পরিখা দ্বারা সেই নগরী শত্রুগণের দুর্দ্ধর্ষ হইয়া রহিয়াছে। নগরীর মধ্যে পরমরমণীয় উদ্যান এবং উপবন-সকল রহিয়াছে। স্বর্ণময় চতুষ্পথ, ধনিগনের বাসভবন এবং তাহার সহিত সুন্দর সুন্দর উপবন মথুরা নগরীকে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। রাজপথ, চত্বর ও পণ্যবীথি-সকল চন্দন-জলে অভিষিক্ত। পুরস্ত্রী-সকল তখন কৃষ্ণকে দেখিবার জন্য প্রাসাদে আরোহণ করিয়া, তাঁহার উপর পুষ্প-বর্ষণ করিতে লাগিল। এই সময় একজন ধোপা কাপড় লইয়া আসিতেছে দেখিয়া কৃষ্ণ তাহার নিকট বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন। সে কংসের কাপড় লইয়া যাইতেছিল। সেই জন্য গর্ব্বিত হইয়া কৃষ্ণের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করায় কৃষ্ণ তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। এই সময়ে এক তাঁতি আসিয়া নানাবিধ বস্ত্র দ্বারা তাঁহাদের বেশ রচনা করিয়া দিল। ইহার পর তাঁহারা সুদামা নামক মালাকারের গৃহে উপস্থিত হইলে, সে পাদ্য, অর্ঘ্য ও মাল্য-চন্দন দ্বারা তাঁহাদের পূজা করিয়া কৃতার্থ হইল। পরে রাজপথ দিয়া যাইতে যাইতে একটি সুন্দরী কুব্জা স্ত্রীলোক দেখিতে পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল, হে সুন্দর! আমার নাম ত্রিবক্রা। আমি কংসের দাসী—অনুলেপন প্রস্তুত করা আমার কার্য্য। আমি কার্য্যে অতিশয় দক্ষ বলিয়া রাজা আমাকে সমাদর করেন। আমার উদ্ভাবিত এবং ভোজরাজের অতিশয় প্রিয় এই অঙ্গলেপন আপনার ছাড়া আর কাহার উপযুক্ত? শ্রীকৃষ্ণের কোমল রূপ এবং মাধুর্য্যে বশীভূত হইয়া সেই কামিনী তাঁহাকে অনুলেপনে ভূষিত করিয়া দিল। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাহার পা দুইখানি পা দিয়া চাপিয়া ধরিয়া, দুই অঙ্গুলে চিবুক ধরিয়া উত্তোলন করিলেন। কৃষ্ণের স্পর্শে তৎক্ষণাৎ তাহার দেহ সরল হইয়া গেল। তখন সেই কামিনী শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে কামনা করিলে তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—সুভ্রু! আমার কার্য্য সমাধা হইলে আমি তোমার গৃহে যাইব। এই বলিয়া তথা হইতে তাঁহারা কংসের ধনুর্যজ্ঞশালায় উপস্থিত হইলেন। সেইখানে অনেক লোক মিলিয়া এক অদ্ভুত ধনুর রক্ষণাবেক্ষণ ও অর্চ্চনা করিতেছিল। তাহাদের নিবারণ সত্ত্বেও কৃষ্ণ সেই ধনু বাম হাতে গ্রহণ করিয়া, মত্ত হস্তী যেমন ইক্ষুদণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলে, সেইরূপ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ধনুর রক্ষকেরা কৃষ্ণকে মারিতে আসিলে, তিনি সেই ভাঙ্গা ধনুর প্রহারে তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন। কংস ইতিমধ্যে তাহাদের সাহায্যের জন্য সৈন্য পাঠাইয়া দিলে, কৃষ্ণ তাহাদিগকেও সংহার করিয়া, সেখান হইতে বাহিরে আসিলেন এবং গোপগণ যেখানে গাড়ী লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, সেই-খানে তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা হাতমুখ ধুইয়া আহার সমাধা করিলেন এবং কংসের সংবাদ জানিয়া সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।



কুব্জা ও শ্রীকৃষ্ণ

Lakshmibilas Press.

কংসবধ

এ দিকে কংস সেই ধনুর্ভঙ্গ এবং তাহার রক্ষকগণের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া অতিশয় ভীত হইলেন। তিনি স্বপ্ন এবং জাগরণ, উভয় অবস্থায়ই মৃত্যুর অগ্রদূতস্বরূপ নানাবিধ দুর্নিমিত্ত প্রত্যক্ষ করিয়া ভাল করিয়া নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। এইরূপে রাত্রি প্রভাত হইলে কংস মল্লযুদ্ধের উৎসব আরম্ভ করাইলেন—রঙ্গস্থানের পূজা সমাপনান্তে তুরী ভেরী প্রভৃতি বাদ্য বাজিতে লাগিল। বলরাম ও কৃষ্ণ মল্ল-দুন্দুভির ধ্বনি শুনিয়া, মল্লক্রীড়া দেখিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। এইখানে তাঁহারা মাহুতের সহিত কুবলয়াপীড় হাতীকে সংহারপূর্ব্বক তাহার দাঁত লইয়া মল্লক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। কুবলয়াপীড় নিহত এবং বলরাম ও কৃষ্ণকে জয় করা অতিশয় দুঃসাধ্য দেখিয়া, কংস তখন নিতান্ত ভীত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণকে মল্লভূমিতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, নগর ও জনপদবাসী সমস্ত লোক তাঁহার দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। এই সময় মল্লপ্রধান চানূর বলিতে লাগিল, ওহে রামকৃষ্ণ! তোমরা দুইজনে অতিশয় বলবান্ এবং মল্লযুদ্ধে সুদক্ষ বলিয়া রাজা তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। অতএব এস, তোমরা দুই ভাই এবং আমরা রাজার প্রিয় সাধনের জন্য মল্লযুদ্ধ করি। তখন শ্রীকৃষ্ণ চানূরের কথা শুনিয়া বলিলেন,—আমরা বালক—সমান বলশালী মল্লের সহিতই আমরা যুদ্ধ করিব। মল্লসভাসদ্‌গণকে যাহাতে অধর্ম্ম স্পর্শ না করে, এই জন্য ন্যায়সঙ্গত ভাবেই যুদ্ধ হওয়া উচিত। চানূর বলিল,—তোমরা বালক বা কিশোর কিছুই নও। আমার বোধ হয়, তোমরা বলবান্ ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কুবলয়াপীড় এক হাজার মত্ত হস্তীর বল ধারণ করিত, তোমরা যখন তাহাকে বিনাশ করিয়াছ, তখন আমাদের সহিতই তোমার যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য—ইহাতে কোনও অধর্ম্ম হইবে না। এইরূপ কথোপকথনের পর চানূরের সহিত কৃষ্ণ এবং মুষ্টিকের সহিত বলরাম যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর রামকৃষ্ণ, চানূর ও মুষ্টিককে সংহার করিলে, কূট, শল ও তোশল নামে তিনজন মল্ল যুদ্ধ করিতে আসিল। তাঁহারা তাহাদিগকেও বিনাশ করিলেন। তখন অবশিষ্ট মল্লেরা যে যার প্রাণ লইয়া পলাইয়া গেল। এই সময় কংস বাদ্যযন্ত্র থামাইয়া দিয়া, বলিতে লাগিলেন,—বসুদেবের এই দুর্ব্বৃত্ত পুত্রকে নগর হইতে বাহির করিয়া দাও, নন্দকে বাঁধিয়া রাখ এবং বসুদেবকে শীঘ্র বিনাশ কর। কংস এইরূপ আদেশ করিলে ভগবান্ কৃষ্ণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মঞ্চের উপর লাফাইয়া উঠিলেন। মনস্বী কংস নিজের মৃত্যুরূপী কৃষ্ণকে মঞ্চে উঠিতে দেখিয়া, অসি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং শ্যেনপক্ষী যেমন আকাশের এ দিকে ওদিকে দৌড়িয়া বেড়ায়, সেইরূপ চতুর্দ্দিকে অসি চালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। উগ্রতেজা শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ের সাপ ধরার ন্যায় কংসকে ধরিয়া মঞ্চের নীচে ফেলিয়া দিলেন। সিংহ যেমন হাতীকে আকর্ষণ করে, কংস প্রাণত্যাগ করিলে কৃষ্ণও তাঁহাকে সেইরূপ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে হাহাকার শব্দ উঠিতে লাগিল। তখন ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ প্রীত হইয়া কৃষ্ণের উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন।



কংসবধ

মিলন

মিলন।

কংস পরলোক গমন করিলে, কঙ্ক ও ন্যগ্রোধ প্রভৃতি তাঁহার আট জন ছোট ভাই দৌড়িয়া আসিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। সিংহ যেমন পশুদিগকে সংহার করে, তখন বলরামও সেইরূপ পরিঘের প্রহারে তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন। এই সময় কংস ও তাঁহার ভ্রাতাদের পত্নীসকল আসিয়া মস্তকে করাঘাতপূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ সেই রাজপত্নীগণকে সান্ত্বনা করিয়া, তাঁহাদের দ্বারা মৃত ব্যক্তিগণের পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করাইলেন।

ইহার পর ভগবান্ কৃষ্ণ ও বলরাম কারাগারে গিয়া, মাতা ও পিতার বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। তাঁহারা জনক ও জননীর চরণে মস্তক স্পর্শ করিয়া, বলিতে লাগিলেন,—মাতঃ! পিতঃ! আমরা আপনার পুত্র। আমাদের অদৃষ্ট অতিশয় মন্দ; সেই জন্য শিশুকাল হইতে পিতামাতা কর্ত্তৃক লালিত হওয়ার যে সুখ, তাহা আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। এই দেহ দ্বারাই মানুষ ধর্ম্ম অর্থ প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু লাভ করে। এমন দেহ যাঁহারা দান এবং পোষণ করেন, সেই পিতা মাতার ঋণ শত বৎসর জীবিত থাকিয়াও পরিশোধ করা যায় না। আমাদের এত দিন বৃথাই অতিবাহিত হইয়াছে। আমরা সমর্থ হইয়াও কংসের ভয়ে আপনাদের সেবা করিতে পারি নাই। বসুদেব ও দেবকী, কৃষ্ণের এই সকল কথায় মোহিত হইয়া, কোলে করিয়া তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন—স্নেহপাশে আবদ্ধ এবং মোহিত হইয়া অশ্রু-ধারায় তাঁহারা রাম-কৃষ্ণকে সিক্ত করিতে লাগিলেন; কণ্ঠদেশ বাষ্পে রুদ্ধ হওয়ায় তাঁহারা কিছুই বলিতে পারিলেন না।

ইহার পর ভগবান্ কৃষ্ণ, মাতামহ উগ্রসেনকে রাজ্যে অভিষেক করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতি যদু, বৃষ্ণি, অন্ধক, দশার্হ, মধু প্রভৃতি বংশীয়গণ কংসের ভয়ে অন্যান্য রাজ্যে বাস করিতেছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে আনাইয়া, যথাযোগ্য আদর ও ধনদানপূর্ব্বক পুনরায় নিজ নিজ গৃহে স্থাপিত করিলেন। তাঁহারাও রাম-কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন।



IMPERIAL LIBRARY.

মিলন

ভারত চিত্র মন্দির

হইতে প্রকাশিত।

গৃহ সাজাইবার ও নিত্য দর্শন করিবার উপযুক্ত দেব দেবীর ও সাধু পুরুষদের

রঙ্গিন চিত্র

সাইজ—২০×১৫

১। **ধ্যানমগ্ন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব**—ঠাকুর রামকৃষ্ণ দক্ষিনেশ্বর কালীবাটী সংলগ্ন উদ্যানে পঞ্চবটীমূলে উপবিষ্ট, সম্মুখে ভাগিরথী গঙ্গা প্রবাহিত।

২। **নামের আবেশে**—শ্রীশ্রী-গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নগর সঙ্কীর্ত্তন। নিত্যানন্দ ঠাকুর ও ভক্তগণ সহিত ভাবে বিভোর।

৩। **প্রেমানুরাগ**—একদা বসন্তে শ্রীমতী রাধা সখীগণ সহিত জল আনিতে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণকে পিচকারি হস্তে দেখিলেন। দর্শনে উভয়েই প্রেমোৎফুল্ল হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর অঙ্গে রং দিতে চাহিতে শ্রীমতী হাসিতে হাসিতে হস্ত দ্বারা নিষেধ করিতেছেন।

৪। **পঞ্চসতী**—(একত্র সমাবেশ) পতিভক্তির অলৌকিক দৃষ্টান্ত ও প্রভাব যথা—

(ক) সতীর দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগ।

(খ) সাবিত্রী কর্ত্তৃক যমরাজের নিকট হইতে মৃত পতির জীবন ভিক্ষা।

(গ) দময়ন্তীর কটাক্ষে কামোন্মত্ত ব্যাধ ভস্ম।

(ঘ) অশোকবনে সীতাদেবী রাক্ষসীগণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িতা হইয়াও পতিচিন্তায় নিমগ্না।

(চ) পতির জীবন লাভের উদ্দেশ্যে বেহুলা নদীবক্ষে ক্রোড়ে মৃতপতি লইয়া ভেলায় ভাসমানা

প্রতিখান—॥০ ডজন—৪॥০

৫। **শ্রীবিষ্ণু**—মহাকাশে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে নারায়ণের আবির্ভাব।

প্রতিখান ॥০ ডজন ৩।০

১০। **ভারতের ত্রিশজন মহাপুরুষ**—(একরং চিত্র) প্রতিখান ।০ ডজন ২।০ আনা।

সাইজ ১৫×১০

১১। **যুগলমিলন**—রাধাকৃষ্ণের যুগল রূপে প্রণবের মধ্যে মেঘমণ্ডলে অপূর্ব্ব আবির্ভাব।

১২। **নন্দদুলাল**—ব্রজবনিতারা বালককৃষ্ণের আদর করিতেছেন

১৩। **গোষ্ঠযাত্রা**—বালক শ্রীকৃষ্ণকে যশোদা বেশ ভূষায় সাজাইতেছেন

১৪। **রাসলীলা**—শরদ পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় বৃন্দাবনে ব্রজগোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা।

১৫। **কালীয় দমন**—কালিন্দী স্থিত বিষধর সর্পের দর্পচূর্ণ

১৬। **শ্রীকৃষ্ণজন্ম**—কারাগারে শিশুরূপে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব

১৭। **মায়ালীলা**—শ্রীকৃষ্ণের উপদ্রবে যশোদা বিরক্ত হইয়া দড়ি দিয়া কৃষ্ণের হাত বাঁধিয়া দিয়াছেন মায়াময় লীলা করিয়া কাঁদিতেছেন ও যশোদা সাশাইতেছেন।

১৮। শ্যামসুন্দর—আকাশে ওঁকার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব

১৯। শ্রীগৌরাঙ্গের দীক্ষা—মহাপ্রভুর কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ

২০। তোমাতে আমাতে—রাধাকৃষ্ণের কথোপকথন। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে জানাইতেছেন যে, তোমাতে আমাতে অভিন্ন ভাবে প্রেমময়রূপ ধারণ করিয়া কলির জীব উদ্ধারার্থে নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইব

২১। জগাই মাধাই উদ্ধার

২২। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেব

২৩। ধ্যানমগ্ন রামকৃষ্ণ দেব—(বিবরণ ১নং চিত্রের অনুরূপ)

প্রতিখান ।০ ডজন ২।০

সাইজ ১০×৭॥

৩১। যুগল মিলন—(বিবরণ ১১নং চিত্রের ন্যায়)

৩২। অনন্তশয্যা—ক্ষীরোদ সমুদ্রে নারায়ণের শেষ শয্যায় শয়ন ও লক্ষ্মীদেবীর পদ সেবা ও দেবতাগণের স্তুতি

৩৪। রাসলীলা—(বিবরণ ১৪নং চিত্রের ন্যায়)

৩৫। যশোদা ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিবেশী স্ত্রীলোকগণ দেখিতে আসিয়াছেন ও আশীর্ব্বাদ করিতেছেন

৩৬। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেব

৩৮। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের শুচি অশুচি ভেদ বিচার—(মাতাকে বোঝাইতেছেন)

৩৯। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের উপনয়ন

৪১। শচী দেবীর স্বপ্ন দর্শন—রাধাকৃষ্ণ শচীমাতাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া জানাইতেছেন উভয়ে অভেদরূপে তাঁহার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইবেন

৪২। মুরলী মনোহর—বৃন্দাবনের কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের মুরলী বাদন

৪৩। কারাগারে শ্রীনারায়ণের আবির্ভাব—চতুর্ভুজ দিব্যরূপে প্রকট হওয়া বসুদেব ও দেবকী নারায়ণের স্তুতি করিতেছেন

প্রতিখান ৵০ ডজন ১৷৵০

সাইজ ৭×৫

৫৫। যুগল মিলন—(বিবরণ ১১নং চিত্রের ন্যায়)

৫৬। ধ্যানমগ্ন রামকৃষ্ণদেব—(বিবরণ ১ নং চিত্রের ন্যায়)

৫৭। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব

প্রতিখান ⁄০ ডজন ॥⁄০

উপরোক্ত চিত্র ছাড়া আরও অনেক রকম চিত্র পাওয়া যায়।

বিস্তৃত বিবরণ সূচীপত্রে দ্রষ্টব্য পত্র লিখিলে পাঠান যায়।

পাইকার—খরিদ্দার ও এজেন্টগণের জন্য স্বতন্ত্র সুবিধা দর সাক্ষাতে কিম্বা পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

১৪২ নং গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড,

পোঃ শিবপুর (হাওড়া)